# সজ্জনতোষণী।

---

## প্রেম প্রদীপ।

---

### প্রথম প্রভা।

একদা মধুমাসের প্রারম্ভে প্রচণ্ড কিরণ-মালী অদিতি-নন্দন অস্তগত হইলে সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করত সাত্বতগণ শিরোমণি শ্রীহরিদাস বাবাজী স্বীয় কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া তপনকুমারীর তটস্থিত বন্যপথে চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে প্রেমানন্দময় বাবাজীর কতকত অনির্ব্বচনীয় ভাব উঠিতে লাগিল তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। কোথাও বাবাজী হরিলীলা স্মারক রজঃপুঞ্জ দর্শন করত তথায় গড়াগড়ি দিয়া, হা ব্রজেন্দ্রনন্দন! হে গোপীজনবল্লভ! বলিয়া উর্দ্ধস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। তখন বাবাজীর নয়নযুগল হইতে আনন্দ-বারি অনবরত গলিত হইয়া গণ্ডদেশের অঙ্কিত হরিনাম নিচয় ধৌত হ[ইতে] লাগিল। বাবাজীর অঙ্গ সমুদায় পুলকপূর্ণ হইয়া কদম্ব পুষ্পের ন্যায় সুশোভিত হইল। হস্ত এরূপ অবশ হইল যে জপমালা আর ধৃত থাকিতে পারিল না। ক্রমশঃ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া বাবাজী উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। স্বরভঙ্গ, কম্প, স্বেদ, বৈবর্ণ প্রভৃতি সাত্বিক ভাব সকল উদিত হইয়া বাবাজীকে একেবারে প্রকৃতির অতীত রাজ্যে নীত করিল। তখন বাবাজী এক এক বার নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, হা কৃষ্ণ! হা প্রাণনাথ! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। যে সময়ে হরিদাস বাবাজী এবম্বিধ বৈকুণ্ঠানন্দ ভোগ করি[তে]ছিলেন, তখন কেশী-ঘাট উত্তীর্ণ হইয়া সুপ্রসিদ্ধ প্রেমদাস বাবাজী তথা[য়] উপস্থিত হইলেন। অকস্মাৎ বৈষ্ণব দর্শনে বৈষ্ণবের যে অপ্রাকৃত সখ্যভাবের উদয় হয়, তখন উভয়ের দর্শনে উভয়ের মুখশ্রীতে সেই ভাব নৃত্য করিতে লাগিল। পরস্পরের প্রতি কোন প্রকার বাক্‌সম্বোধন হইবার পূর্ব্বেই নৈসর্গিক প্রেম

ারা আকৃষ্ট হইয়া উভয়ের পবিত্র শরীর পরস্পর আলিঙ্গনে প্রবৃত্ত হইল। উভয়ের নয়নবারিতে উভয়েই স্নাত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে উভয়েই উভয়কে দর্শন করত আনন্দময় বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

প্রেমদাস কহিলেন, বাবাজী! আপনাকে কয়েকদিন সাক্ষাৎ না করিয়া আমার চিত্ত বিকলিত হইয়াছিল, এজন্য অদ্য আপনাকে দর্শন করিয়া পবিত্র হইবার মানসে আপনকার কুঞ্জে যাইতেছিলাম। আমি কয়েক দিবস হইল াবট, নন্দগ্রাম প্রভৃতি জনপদে ভ্রমণ করিতেছিলাম।

হরিদাস বাবাজী প্রত্যুত্তর করিলেন, বাবাজী! আপনকার দর্শন পাওয়া কি স্বল্প সৌভাগ্যের কর্ম্ম! আমি কয়েক দিবস শ্রীপণ্ডিত বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গোবর্দ্ধন প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলাম। অদ্য প্রাতে আসিয়াছি। আপনকার চরণ দর্শন করিয়া তীর্থ যাত্রার ফল লাভ করিলাম।

পণ্ডিত বাবাজীর নাম শ্রবণ করিবা মাত্র প্রেমদাস বাবাজীর ঊর্দ্ধপুণ্ড্র শোভিত মুখমণ্ডল প্রেমে পরিপ্লুত হইল। যে সময়ে বাবাজী ভেকধারণ পূর্ব্বক পণ্ডিত বাবাজীর নিকট শ্রীশ্রীহরিভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু ও শ্রীশ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিয়াছিলেন, সেই প্রথম কাল স্মরণ করিয়া একটী অপূর্ব্ব ভাব-দ্বারা পণ্ডিত বাবাজীর প্রতি অকৃত্রিম ভক্তির একটী পরিচয় দিলেন। কিয়ৎ-কাল তুষ্ণীভূত হইয়া প্রেমদাস কহিলেন, বাবাজী! পণ্ডিত বাবাজীর বিদ্বৎ সভায় আজকাল কি কি বিষয়ের আলোচনা হইতেছে, আমার নিতান্ত বাসনা আপনকার সহিত একবার তাঁহার নিকটস্থ হই।

এই কথা শুনিবামাত্র হরিদাস বাবাজী, প্রেমদাস বাবাজীকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বাবাজী! পণ্ডিত বাবাজীর সমস্ত কার্য্যই অলৌকিক। আমি এক দিবসের জন্য নিকটস্থ হইয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত তাঁহার চরণ ত্যাগ করিতে পারিলাম না। তাঁহার পবিত্র গুহায় আজকাল অনেক মহানুভব ব্যক্তি উপস্থিত আছেন। বোধ করি আগামী কুম্ভক মেলা পর্য্যন্ত তাঁহারা অবস্থান করিবেন। প্রতিদিন তথায় নূতন নূতন বিষয়ের আলোচনা হইতেছে। জ্ঞান সম্বন্ধীয়, কর্ম্ম সম্বন্ধীয় ও শুদ্ধ ভক্তি সম্বন্ধীয় নানাবিধ বিষয়ের প্রশ্নোত্তর হইতেছে।

এপর্য্যন্ত কথিত হইলে প্রেমদাস বাবাজী সহসা কহিলেন, বাবাজী! আমরা শুনিয়াছি যে পরম ভাগবতগণ কেবল হরি রসাস্বাদনেই প্রমত্ত থাকেন, কর্ম্ম-জ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তরে প্রবৃত্ত হন না। তবে কেন আমাদের পরমারাধ্য পণ্ডিত বাবাজী মহোদয় তদ্রূপ প্রশ্নোত্তরে সময় অতিবাহিত করেন?

হরিদাস বাবাজী কহিলেন, বাবাজী! আমারও প্রথমে মনে সে প্রকার সংশয় হইয়াছিল, কিন্তু যখন পণ্ডিত বাবাজীর পবিত্র সভায় ঐ সকল প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করিলাম তখন জানিতে পারিলাম যে কৃষ্ণভক্তদিগের কর্ম্ম-জ্ঞান সম্বন্ধীয় কথা সকল হরিকথা বিশেষ, বহির্ম্মুখদিগের বহির্ম্মুখ কথার ন্যায় চিত্তবিক্ষেপক নয়। বরং বৈষ্ণব সভায় ঐ সকল কথা অনবরত শ্রবণ করিলে জীবের কর্ম্ম-বন্ধ ও জ্ঞান-বন্ধ দূরীভূত হয়।

প্রেমদাস বাবাজী তাহা শ্রবণ করিবামাত্র রোদন করিয়া কহিলেন, বাবাজী মহাশয়! আপনকার সিদ্ধান্ত কি অমৃত স্বরূপ। হবেই না কেন? আপনি শ্রীনবদ্বীপধামস্থ সিদ্ধ গোবর্দ্ধন দাস বাবাজীর অতি প্রিয় শিষ্য বলিয়া মণ্ডলত্রয়ে* পরিচিত আছেন, আপনকার কৃপা হইলে কাহারইবা সংশয় থাকে। আপনকার চরণ প্রসাদে সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীলোকনাথ ন্যায়-ভূষণ নামধেয় ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন ন্যায়শাস্ত্রের অন্ধকূপ হইতে উদ্ধৃত হইয়া শ্রীগোবিন্দদাস ক্ষেত্রবাসী নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বক্লেশঘ্ন বৈষ্ণব ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছেন, তখন সংশয়নিবৃত্তি কার্য্যে আপনকার অসাধ্য কি আছে? চলুন অদ্যই আমরা হরিগুণ গান করিতে করিতে গিরি গোবর্দ্ধনের উপত্যকা প্রদেশে প্রবেশ করি।

এই কথোপকথন সমাপ্ত হইতে না হইতেই উভয়ে নিম্নলিখিত হরিগুণ গানে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে গোবর্দ্ধন প্রদেশে যাত্রা করিলেন।

একবার এসো শ্রীহরি।

আমার হৃদ্‌কমলে, বামে হেলে, দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী। ১
এসো নিত্যধামে, বিনোদ ঠামে, লয়ে বামে কিশোরী ॥ ২
[illegible], যুগল মিলন, দর্শন সফল করি। ৩
পরে শ্যাম পীতধড়া, মোহন চূড়া, নটবর বেশ ধরি ॥ ৪
দিলে চরণ-তরি, বংশীধারি, অকুল সাগর যাই তরি। ৫
আমার মনবাসনা, কালসোণা পূরাও হে কৃপা করি ॥ ৬
আমার মৃত দেহে, মৃত রসনাও, যেন বলে হে হরি হরি ॥ ৭

বাবাজীদ্বয় উক্ত গানটী গাইতে গাইতে যখন চলিতেছিলেন, তখন প্রকৃতি দেবী যেন ঐ গীত শ্রবণে প্রফুল্ল হইয়া হাস্যবদনে জগতের শোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন। বসন্তাবসান কালীয় মলয় বায়ু অত্যন্ত কোমলভাবে বহিতে লাগিল। দ্বিজরাজ কুমুদ্‌পতি অতি স্বচ্ছ কিরণচ্ছলে বাবাজীদ্বয়ের

* ব্রজমণ্ডল, গৌড়মণ্ডল ও ক্ষেত্রমণ্ডল।

বৈষ্ণব কলেবরে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কলিন্দনন্দিনী যমুনাদেবী হরিগুণ গানে মোহিত হইয়া কলকল স্বরে বাবাজীদিগের গানে তাল দিতে লাগিলেন। দেবদারু প্রভৃতি উচ্চ বৃক্ষ সকল সন্‌সন্‌ শব্দে উড্ডীয়মান হইয়া হরিকীর্ত্তনের পতাকার ন্যায় শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। বাবাজীদ্বয় উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। হরিগুণ গানে এতদূর মত্ত হইয়াছিলেন, যে সে সুখময়ী রজনী কখন কিরূপে প্রভাতা হইল তাহা জানিতে পারেন নাই। যখন তাঁহাদের নৃত্যগীত ভঙ্গ হইল, তখন বাবাজী মহাশয়েরা দেখিলেন যে অংশুমালী পূর্ব্বদিক্‌ প্রফুল্ল করিয়া গোবর্দ্ধনের এক প্রান্তে উদিত হইয়াছেন।

গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের কিয়দ্দূরে প্রাতঃক্রিয়া সমস্ত সমাপ্ত করত চারিদণ্ড দিবস না হইতেই পণ্ডিত বাবাজীর গুহায় প্রবেশ করিলেন।

প্রথম প্রভা সমাপ্ত।

---

## দ্বিতীয় প্রভা।

হরিদাস ও প্রেমদাস সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত হইয়া পণ্ডিত বাবাজীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। গোপীচন্দন নির্ম্মিত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তাঁহাদের ললাটে দীপ্তি লাভ করিয়াছিল। ত্রিকণ্ঠী তুলসীমালা তাঁহাদের গলদেশে লক্ষিত হইতেছিল। দক্ষিণ করে ঝুলিকার মধ্যে হরিনামের মালা নিরন্তর নামসংখ্যা রাখিতেছিল। কৌপীন ও বহির্ব্বাস দ্বারা অধোদেশ আচ্ছাদিত, মস্তকের উপর শিখা শোভমানা, এবং সর্ব্বাঙ্গ হরিনামাঙ্কিত। "হরেকৃষ্ণ" "হরেকৃষ্ণ" এই শব্দ যুগল তাঁহাদের ওষ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইতেছিল। রাত্রে নিদ্রা হয় নাই, প্রায় দ্বিযোজন পথ চলিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদিগকে শ্রান্ত বা ক্লান্ত বোধ হইতেছিল না। বৈষ্ণব দর্শনের জন্য তাঁহাদের উৎসাহ এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছিল, যে গুহার দ্বারস্থিত অনেকগুলি লোককে তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই।

পণ্ডিত বাবাজী যদিও গুহার মধ্যে ভজন করিতেন, তথাপি অন্যান্য সাধুবর্গের সহিত আলাপ করিবার জন্য গুহার বাহিরে কয়েকখানি কুটির ও মধ্যস্থলে একটী মাধবীলতার মণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। বাবাজীদ্বয় গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া পণ্ডিত বাবাজীকে দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্ব্বক দর্শন করিলেন। পণ্ডিত বাবাজী তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই অন্যান্য সাধু-সমাগম হইতেছে শ্রবণ করত বাবাজীদ্বয়কে লইয়া

মণ্ডপে বসিলেন। সেইকালে বীরভূম নিবাসী জনৈক কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণব সম্মুখীন হইয়া, অনুমতি লাভ করত গীতাবলী হইতে একটী পদ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

(ললিত রাগেন)

নাকর্ণয়তি সুহৃদুপদেশং।
মাধব চাটু পঠনমপি লেশং॥ ১
সীদতি সখি মম হৃদয়মধীরং।
যদভজমিহ নহি গোকুল বীরং॥ ২
নালোকয়মর্পিত মুরু হারং।
প্রণমন্তঞ্চ দয়িত মনুবারং॥ ৩
হন্ত সনাতন গুণ মভিযান্তং।
কিমধারয়মহ মুরসিন কান্তং॥ ৪

কীর্ত্তন শ্রবণে সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া গায়ক বাবাজীকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে ক্রমশঃ অনেক সাধুগণ তথায় আসিয়া বসিতে লাগিলেন। নানাবিধ কথা হইতে লাগিল। এমত সময় হরিদাস বাবাজী কহিলেন, কৃষ্ণ সেবকেরাই ধন্য। তাঁহারা যেখানেই থাকুন, তাঁহাদের মার্গ সমীচীন্। আমরা তাঁহাদের দাসানুদাস। প্রেমদাস বাবাজী ঐ কথার পোষকতা পূর্ব্বক কহিলেন বাবাজী সত্য কহিয়াছ, শ্রীভাগবতে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতোমুহুঃ।
মুকুন্দ সেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগ। ইহা অভ্যাস করিলে আত্মা শান্তি লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু ঐসকল প্রক্রিয়াক্রমে কোন কোন অবস্থায় সাধক, কাম ও লোভের বশীভূত হইয়া চরমফল শান্তি পর্য্যন্ত না গিয়া, অবান্তর ফল বিভূতি ভোগ করিতে করিতে পতিত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসেবাক্রমে কোন অবান্তর ফলের আশঙ্কা না থাকায় কৃষ্ণ-সেবকের পক্ষে শান্তি নিশ্চিতরূপে লব্ধ হয়।

পণ্ডিত বাবাজীর সভায় ঐ সময় একজন অষ্টাঙ্গ যোগী উপস্থিত ছিলেন। তিনি যদিও বৈষ্ণব বটেন, তথাপি বহুকাল প্রাণায়াম অভ্যাস করত সিদ্ধ হইয়াছিলেন। ফলতঃ নবধা ভক্তি অপেক্ষা তিনি অষ্টাঙ্গযোগের অধিক মাহাত্ম্য স্বীকার করিতেন। তিনি প্রেমদাস বাবাজীর কথায় কিছু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, বাবাজী! যোগ শাস্ত্রকে অবহেলা করিও না। যোগীগণ চিরজীবী হইয়াও

[আ]হার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন। তাঁহারা যেরূপ গাঢ়রূপে কৃষ্ণ [ভ]জন করিবেন তুমি কি সেরূপ পারিবে? অতএব অর্চ্চনমার্গ অপেক্ষা যোগ[ম]ার্গকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জান।

বৈষ্ণবেরা স্বভাবতঃ তর্ক ভাল বাসেন না, তাহাতে আবার ভক্তির অঙ্গ [স]কলকে যোগের অঙ্গ অপেক্ষা সামান্য বলিয়া কথিত হওয়ায়, যোগী-বৈষ্ণবের [ক]থায় কাহার রুচি হইল না। সকলেই নিস্তব্ধ রহিলেন। যোগী তাহাতে [অ]পমানিতপ্রায় হইয়া পণ্ডিত বাবাজীর সিদ্ধান্ত প্রার্থনা করিলেন।

বাবাজী প্রথমে তর্কে প্রবেশ করিতে অস্বীকার হন, পরে যোগী তাঁহার সিদ্ধান্ত অবশ্য গ্রহণ করিবেন, এরূপ বারম্বার বলায় বাবাজী কহিতে লাগিলেন।—

সমস্ত যোগমার্গ ও ভক্তিমার্গের একমাত্র উদ্দেশ্য যে ভগবান্, তাঁহাকেই [জ]ীবমাত্র উপাসনা করে। জীব স্থূল বিচারে দুই প্রকার অর্থাৎ শুদ্ধজীব ও বদ্ধজীব। জড়ীয় সম্বন্ধ রহিত আত্মার নাম শুদ্ধজীব। জড়ীয় সম্বন্ধ বিশিষ্ট আত্মার নাম বদ্ধজীব। বদ্ধজীবই সাধক, শুদ্ধজীবের সাধনা নাই। বদ্ধ ও শুদ্ধের মূল ভেদ এই যে, শুদ্ধজীব বিশুদ্ধ আত্মধর্ম্মে অবস্থিত, আত্মধর্ম্ম চালনাই তাঁহার কার্য্য এবং নিরুপাধিক আনন্দই তাঁহার স্বভাব। বদ্ধজীব জড়ীয় সম্বন্ধে জড়ীভূত হইয়া জড় ও আত্মধর্ম্ম মিশ্রিত একটী ঔপাধিক ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। ঔপাধিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় নিরুপাধিক ধর্ম্ম প্রাপ্তির নাম মোক্ষ। বিশুদ্ধ প্রেমই আত্মার নিরুপাধিক ধর্ম্ম। বিশুদ্ধ প্রেম লাভ ও মোক্ষ ভিন্নভিন্ন তত্ত্ব হইতে পারে না। যোগমার্গে যে মোক্ষের অনুসন্ধান আছে তাহাই ভক্তিমার্গের ফলরূপ প্রেম। অতএব উভয় সাধনেরই চরম ফল এক। এই জন্য ভক্ত-প্রধান শুকদেবকে মহাযোগী ও যোগী প্রধান মহাদেবকে পরম ভক্ত বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। যোগ ও ভক্তি মার্গের প্রভেদ এই যে যোগমার্গে কষায় অর্থাৎ আত্মার উপাধি নিবৃত্তি পূর্ব্বক সমাধিকালে আত্মার স্বধর্ম্ম অর্থাৎ প্রেমকে উদ্দীপ্ত করায়। তাহাতে আশঙ্কা এই যে উপাধি নিবৃত্তির চেষ্টা করিতে করিতে অনেক কাল যায় এবং স্থলবিশেষে চরম ফল হইবার পূর্ব্বেই কোন না কোন ক্ষুদ্র ফলে আবদ্ধ হইয়া সাধক ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে ভক্তিমার্গে প্রেমেরই সাক্ষাৎ আলোচনা আছে। ভক্তি প্রেমতত্ত্বের অনুশীলন মাত্র। যেস্থলে সকল কার্য্যই চরম ফলের অনুশীলন, সে স্থলে অবান্তর ক্ষুদ্র ফলের আশঙ্কা নাই। সাধনই ফল এবং ফলই সাধন। অতএব ভক্তিমার্গ,

যোগমার্গ অপেক্ষা সহজ ও সর্ব্বতোভাবে আশ্রয়ণীয়। যোগমার্গে যে ভৌতি
জগতের উপর আধিপত্য ঘটে সেও ঔপাধিক ফল মাত্র। তাহাতে চর
ফলের সাধকতা দূরে থাকুক, কখন কখন বাধকতা লক্ষিত হয়। যোগমা
পদে পদে ব্যাঘাত আছে। আদৌ যম নিয়ম সাধন কালে ধার্ম্মিকতা রূ
ফলের উদয় হয়, তাহাতে এবং তাহার ক্ষুদ্র ফলে অবস্থিত হইয়া অনেকে
ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হন, আর প্রেমরূপ ফলসাধনে প্রবৃত্ত হন না
দ্বিতীয়তঃ আসন ও প্রাণায়াম কালে বহুক্ষণ কুম্ভক করিতে সমর্থ হই
দীর্ঘজীবন ও রোগশূন্যতা লাভ করেন। তাহাতে যদি প্রেম সম্বন্ধ ন
থাকে, তবে সে দীর্ঘজীবন ও রোগশূন্যতা কেবল অনর্থের মূল হয়। প্রত্যা
হারক্রমে ইন্দ্রিয়সংযম সাধিত হইলেও যদি প্রেমাভাব হয়, তবে তাহাকে
শুষ্ক ও তুচ্ছ বৈরাগ্য বলি। যেহেতু পরমার্থের জন্য ত্যাগ বা গ্রহণ উভয়ই
তুল্য ফলপ্রদ। নিরর্থক ত্যাগ, কেবল জীবকে পাষাণবৎ করিয়া ফেলে। ধ্যান
ধারণা ও সমাধিকালে যদি জড়চিন্তা দূর হইয়া যায় অথচ প্রেমোদয় না হ
তাহা হইলে চৈতন্যরূপ জীবের নাস্তিত্ব সাধিত হয়। আমি ব্রহ্ম এই বোধটি
যদি বিশুদ্ধ প্রেমকে উৎপন্ন না করে, তবে তাহা স্বীয় অস্তিত্বের বিনাশক
হইয়া পড়ে। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন যোগের চরম উদ্দেশ্য উৎ
কৃষ্ট হইলেও পথটী অত্যন্ত কন্টকময়। ভক্তিমার্গে এরূপ কন্টক নাই
আপনি বৈষ্ণব অথচ যোগী, অতএব আপনি আমার কথা পক্ষপাত শূন্য
হইয়া বুঝিতে পারিবেন।

পণ্ডিত বাবাজী বাক্য সমাপ্ত না করিতে করিতেই সমস্ত বৈষ্ণবগণ
"সাধু সাধু" বলিয়া উত্তর করিলেন। যোগী বাবাজী বলিলেন—বাবাজী
আপনকার সিদ্ধান্ত উৎকৃষ্ট বটে কিন্তু তৎসম্বন্ধে আমার আর একটী কথা আছে
তাহা বলি। আমি যোগ শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নয় প্রকার
ভক্তির অঙ্গ সম্যক্‌রূপে অভ্যাস করিয়াছিলাম, কিন্তু বলিতে কি আমার
ইন্দ্রিয় চেষ্টা সকল এরূপ প্রবল ছিল যে, সকল কার্য্যেই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির
অনুসন্ধান করিতাম। বিশেষতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্মে যেরূপ শৃঙ্গার প্রেমের উপদেশ
আছে, তাহাতে আমার চিত্ত নিরুপাধিক হইতে পারিত না। আমি প্রত্যা
হার সাধন করিয়া শৃঙ্গাররস আস্বাদন করিয়াছি, এখন আর ইন্দ্রিয়-তর্পণ
করিতে কিছুমাত্র বাসনা হয় না। আমার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।
অর্চ্চনমার্গে যে প্রাণায়ামের ব্যবস্থা দেখা যায় তাহা বোধ হয় বৈষ্ণব সকলের

প্রত্যাহার সাধক রূপে ভক্তিমার্গে উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব আমার বিবেচনায় যোগমার্গের প্রয়োজনতা আছে।

পণ্ডিত বাবাজী যোগী বাবাজীর কথা শ্রবণ করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। পরে কহিতে লাগিলেন, বাবাজী! আপনি ধন্য, যেহেতু প্রত্যাহার অভ্যাস করিতে গিয়া রসতত্ত্ব বিস্মৃত হন নাই। শুষ্ক চিন্তা ও শুষ্ক অভ্যাসক্রমে আত্মার অনেক স্থলে পতন হয়, যেহেতু আত্মা রসময়, কথনই শুষ্কতা সহ্য করিতে পারেম না। আত্মা অনুরাগী, তজ্জন্যই বদ্ধআত্মা উপযুক্ত বিষয় হইতে চ্যুত হইয়া ইতর বিষয়ে অনুরাগ করে; তজ্জন্যই আত্মতর্পণ সুদূরবর্ত্তী হওয়ায় সুতরাং ইন্দ্রিয় তর্পণই প্রবল হইয়া উঠে। ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র আত্মা যখন স্বীয় উপযুক্ত রস দর্শন করে, তখন তাহাতে স্বভাবসিদ্ধ রতির উদয় হয়, জড়ীয় রতি সুতরাং খর্ব্ব হইয়া থাকে। পরতত্ত্বে প্রেমের আলোচনাই ভক্তিমার্গ, তাহাতে অনুরাগ যত গাঢ় হয়, ইন্দ্রিয় চেষ্টা স্বভাবতঃ ততই খর্ব্বিত হইয়া পড়ে। বোধ হয় আপনি যে কালে ভক্তিমার্গে প্রবেশ করেন তখন আপনকার প্রকৃত সাধু সঙ্গ হয় নাই। তজ্জন্যই আপনি ভক্তিরস লাভ করেন নাই। ভক্তির অঙ্গ সকলকে কর্ম্মাঙ্গের ন্যায় শুষ্ক রূপে ও স্বার্থপরতার সহিত সাধন করিতেন, তাহাতে পরানন্দ রসের কিছুমাত্র উদয় হয় নাই। তজ্জন্যই বোধ হয় আপনকার ইন্দ্রিয় লালসা পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল। সে স্থলে যোগমার্গে কিছু উপকার পাইবারই সম্ভাবনা। ভক্তিসাধকদিগের পক্ষে, ভক্ত সঙ্গে ভক্তিরসাস্বাদন করাই প্রয়োজন। সমস্ত জড়ীয় বিষয় ভোগ করিয়াও ভোগের ফল যে ভোগবাঞ্ছা, তাহা উদিত হয় না। ভক্তদিগের বিষয় ভোগই বিষয়বাঞ্ছা ত্যাগের প্রধান হেতু।

এই কথা বলিতে বলিতে বৈষ্ণব যোগী কহিলেন, বাবাজী! আমার এ বিষয়ে অবগতি ছিল না। আমি সন্ধ্যাকালে আসিয়া যে কিছু সংশয় আছে তাহা নিবৃত্তি করিবার যত্ন পাইব। কলিকাতা হইতে অদ্য একটী ভদ্রলোক আসিবেন, কথা আছে, আমি বিদায় হইলাম। আপনি কৃপা রাখিবেন।

যোগী বাবাজী বাহির হইয়া গেলে, বাবাজীর সভা ভঙ্গ হইল।

দ্বিতীয় প্রভা সমাপ্ত।

---

# সজ্জন তোষিণী।

---

অশেষ-ক্লেশ-বিশ্লেষি-পরেশাবেশ-সাধিনী।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্ব সজ্জন তোষিণী॥
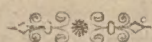
ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

## বেদান্ত শাস্ত্র।

প্রথম সংখ্যায় বেদান্ত শাস্ত্রের পরিচয় লিখিত হইয়াছে। আমরা ক্রমশঃ বেদান্ত সূত্র ও তদ্ভাষ্য ও তদনুবাদ এই পত্রিকায় প্রকাশ করিব। বেদান্ত সূত্রের শ্রীমদ্গোবিন্দ ভাষ্যই এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। জগন্মান্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ পণ্ডিত বাবাজী মহোদয় ঐ ভাষ্যের প্রণেতা। কোন সময় তাঁহার জীবন-চরিত্র ও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

এই সংখ্যাতেই বেদান্ত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু সম্প্রতি গ্রাহক সংখ্যা অধিক নয়, তজ্জন্য অল্প সংখ্যক কাপি ছাপা হইতেছে। বেদান্তের কোন অংশ অল্প সংখ্যক কাপি হইলে, পরে আগ্রহ করিলেও ঐ অংশ পাওয়া যাইবে না। অতএব সাধারণের নিকট আবেদন এই যে তাঁহারা আগামী সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই গ্রাহক সংখ্যা ভুক্ত হউন, আমরা সেই হিসাবে যত সংখ্যক কাপির প্রয়োজনতা

হয় তত সংখ্যার মুদ্রাঙ্কন করিব। এই পত্রিকার মূল্য অল্প অর্থাৎ বাৎসরিক প্রায় ১৷৷০ টাকার অধিক পড়িবেনা। এরূ অল্প মূল্যে বহুমূল্য বেদান্ত প্রভৃতি গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক্ ইহা বিবেচনা পূর্ব্বক সজ্জনগণ সত্বরেই ইহার গ্রাহক হউন সমস্ত সজ্জনবর্গের সাহায্য পাইবার জন্য আমরা আশা করি।

---

## ব্রিটিস রাজ্য ও বৈষ্ণবরৃন্দ।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পরাৎপর পরমেশ্বর ভারতবাসীদিগের প্রতি কৃপা করিয়া এই বিপুল ভারত রাজ্য আমাদের ব্রিটিস ভ্রাতাদিগের হস্তে অর্পণ করেন। তদবধি ভারতের সকল প্রকার যন্ত্রণাই দূর হইয়াছে। ভারত নিবাসী আর্য্যগণ বহু-কাল রাজ্য সুখ ভোগ করিয়া এখন জাতীয় বৃদ্ধাবস্থায় বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। আর্য্যজাতির চতুর্থ কাল উপস্থিত হই-য়াছে। এ সময় কেবল নির্ব্বিঘ্নে জীবন যাপন ও পরকাল চিন্তা করাই তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। মুসলমানদিগের অধীন থাকিলে উক্ত দুইটী বিষয়ের কোনটীই সাধিত হইত না। সেরাজদ্দৌলা প্রভৃতি নৃশংস রাজাদিগের রাজ্যে প্রজাগণের কতদূর সাং-সারিক কষ্ট ছিল তাহা সমস্ত চিন্তাশীল পুরুষ, বুঝিতে পারেন। পরকাল চিন্তা সম্বন্ধে কতদূর ব্যাঘাৎ ছিল তাহা মতান্ধ আরাংজিবের হিন্দু মন্দির বিনাশাদি কার্য্য আলোচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারেন। সম্প্রতি ব্রিটিস ভ্রাতাদিগের অধিকারে আর্য্যগণ পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছেন। দস্যু দমন, শত্রু পরাজয়, ইত্যাদি কঠিন কার্য্য সকল আর

তাঁহাদিগকে কষ্ট দিতে পারেনা। যৎকিঞ্চিৎ কর দিয়া স্বচ্ছন্দে সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন। আর্য্যজাতির মধ্যে বৈষ্ণবগণই প্রধান নায়ক। তাঁহারাই বিশেষতঃ এই ব্রিটিস রাজ্যে আনন্দ লাভ করিয়াছেন। পারমার্থিক কার্য্য বিষয়ে তাঁহারা ব্রিটিস অধিকারে অধিকতর সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছেন। তাঁহাদের তীর্থ সকল নিরাপদ হইয়াছে, গমনাগমনের অনেক সুবিধা হইয়াছে, এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে প্রয়োজনীয় পদার্থের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। হিন্দুরাজ্য অপেক্ষা ব্রিটিস রাজ্য তাঁহাদের পক্ষে প্রিয় হইয়াছে, যেহেতু হিন্দুশাসন সময়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিশেষ বলবান্ ছিল। তদ্দ্বারা পারমার্থিক ধর্ম্ম অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া বৈষ্ণব হৃদয়ে লুক্কায়িত থাকিত। এসময় বর্ণমদ দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় বৈষ্ণবেরা পরম সুখে ও অবিরোধে সমদর্শন রূপ পারমার্থিক ধর্ম্মের আলোচনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহারা সকলে এক বাক্যে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, যে ভারত প্রদেশে ব্রিটিস রাজ্য চিরস্থায়ী হউক যে নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহারা ভগবদ্ভজন করিতে থাকেন।

---

## শ্রীদয়ানন্দ সরস্বতী ও তন্ত্র শাস্ত্র।

থিয়সফিষ্ট নামক পত্রিকার ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর সখ্যার ৬৭ পত্রে শ্রীদয়ানন্দ স্বরস্বতী স্বামীর স্বরচিত জীবন বৃত্তান্তের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে স্বামিজী লিখিয়াছেন যে তন্ত্রশাস্ত্র অত্যন্ত অপবিত্র এবং ঐ শাস্ত্রের রচয়িতাগণ ধূর্ত্ত ও পাপী, যেহেতু তাহাতে মদ্য মাংস প্রভৃতি

পাঁচটী অপবিত্র কার্য্যের দ্বারা মুক্তি লাভ হয় এরূপ লিখিত আছে।

আমরা যতদূর জানি শ্রীদয়ানন্দ সরস্বতী একজন পণ্ডিত লোক। সরস্বতী পদ প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহাকে চতুর্থাশ্রমী অর্থাৎ সন্ন্যাসী বলিয়া বোধ হয়। হয় তিনি শঙ্করাচার্য্যের দশবিধ চেলার মধ্যে সরস্বতী সম্প্রদায়ী হইবেন, অথবা দত্তাত্রেয় মতস্থ দশনামী সন্ন্যাসী হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে সম্প্রদায়ীই হউন, তিনি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের একজন অধিকারী ইহাতে সন্দেহ কি? বেদশাস্ত্র এবং বেদান্ত শাস্ত্রে তাঁহার সম্যক্ অধিকার থাকাই সম্ভব। এবম্বিধ ব্যক্তি যে শ্রীশ্রীমহাদেব প্রণীত তন্ত্র শাস্ত্রের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া তাহার নিন্দা করেন, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শাক্ত পণ্ডিত-গণ এপর্য্যন্ত সরস্বতীর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন নাই। কালগতিকে বোধ হয়, শাক্তদিগের মধ্যে তাৎপর্য্যবিৎপণ্ডি-তের নিতান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে। তাৎপর্য্যবিৎবৈষ্ণব-গণের শাক্ত ভ্রাতাদিগের অধিকার-গত ধর্ম্ম রক্ষা করার যত্ন পাওয়া কর্ত্তব্য অতএব আমরা তন্ত্র শাস্ত্রের পক্ষে দুই একটী কথা বলিতেছি।

শাস্ত্র দুই প্রকার অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি। সমস্ত বেদান্ত মীমাংসা, শ্রুতির অন্তর্গত যেহেতু তাহারা কেবল শ্রৌতধর্ম্মের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে। স্মৃতি বলিলে মহাভারত, বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ সমূহ ও তন্ত্র শাস্ত্রকে বুঝায়। তন্ত্র ত্রিবিধ অর্থাৎ সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সমুদায় তন্ত্রই শ্রীমহা-দেব প্রণীত। বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ এই সাত্বতী শ্রুতী বচ-

হইতে শ্রীমহাদেবকে পরম বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে হইবে। তিনি যে কোন অপকৃষ্ট ও অমঙ্গল জনক শাস্ত্র রচনা করিবেন এরূপ কোন আর্য্যবংশ সম্ভূত লোকে বলিতে পারেন না। জগতে ত্রিবিধ লোক আছে অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। ত্রিবিধ লোকের পক্ষে একই প্রকার শাস্ত্র কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি সাত্ত্বিক তন্ত্র সকল তামসিক লোকদিগের পক্ষে অত্যন্ত উচ্চ ও সহসা অবলম্বনীয় নহে। যে সব তন্ত্রে দক্ষিণাচারের বিশেষ মাহাত্ম্য, সে সকল রাজসিক তন্ত্র, তাহাও তামসিকদিগের পক্ষে কষ্টকর। জগদ্-গুরু পঞ্চানন (তাঁহার পঞ্চানন নামটীও পঞ্চপ্রকার অধিকারীর জন্য পঞ্চপ্রকার উপাসনা প্রকাশ করতঃ লাভ হইয়াছে) অত্যন্ত কনিষ্ঠাধিকারীর মঙ্গল সাধনার্থ তাহাদের প্রবৃত্তি সংকোচনাভিপ্রায়েই পঞ্চমকারের পদ্ধতি করিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ কি ?

যথা মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে—

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমেবচ।
শক্তি পূজা বিধাবাদ্যে পঞ্চতত্ত্বং প্রকীর্ত্তিতং॥

বাস্তব পক্ষে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন রূপ ব্যবস্থাও দ্বিবিধ। অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম। পঞ্চমকার প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল থাকিলে সর্ব্ব জীবন ব্যাপী থাকে, তখন ঐ প্রবৃত্তি সংকোচ করিবার জন্য কৌলধর্ম্ম আশ্রিত হয়। তাহার ব্যবস্থা এইরূপ—

যাবন্ন চালয়েৎ দৃষ্টিং যাবন্ন চালয়েন্মনঃ।
তাবৎ পানং প্রকুর্ব্বীত পশুপান মতঃপরং॥

অস্যার্থ। যে পর্য্যন্ত দৃষ্টি শক্তি ও মন চালিত না হয় সে পর্য্যন্ত সুরাপান করিবে। তাহার অধিক পান করিলে পশু পান হইয়া উঠে।

পরিমিত কাল, নির্দ্দিষ্ট স্থানীয় আয়তন নির্দ্দিষ্ট ভোগ্য বিষয় ব্যবস্থাপিত হওয়ায়, তওৎকার্য্য নিতান্ত সংক্ষেপ হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ প্রবৃত্তি অনুযায়ী বিষয় সাধনে কিঞ্চিৎ ঈশ্বর ভাব মিশ্রিত হওয়ায়, আত্মস্থিত ভগবদ্রতির কিছু কিছু উদয় হইতে থাকে। সেই রতি কিছু পুষ্ট হইলে তৎসঙ্গী মকারাদি বাহ্য কার্য্য ক্রমশঃ ক্ষয় হয়। যথা—

কুলাচারেণ দেবেশি ব্রহ্ম জ্ঞানং প্রজায়তে।
ব্রহ্ম জ্ঞান যুতো মর্ত্ত্যো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ॥

অস্যার্থঃ। পূর্ব্বোক্ত কুলাচার রূপ স্থূল সাধন ক্রমে সাধকের ব্রহ্ম জ্ঞানের উদয় হয়। তখন অসৎ কার্য্য রাহিত্য রূপ জীবন্মুক্তি হইয়া থাকে।

ইহাই তন্ত্র শাস্ত্রের স্থূল সাধন। এতদতিরিক্ত তাহাতে একটী সূক্ষ্ম সাধন আছে, যাহা আত্মরতির পুষ্টির সহিত প্রকাশ হইতে থাকে। সে সময় অজা, মেষ, মহিষ প্রভৃতি পশুর অর্থ অন্য প্রকার হয়। অজা মাংস ভোজনের অর্থ ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ মৈথুন ত্যাগ। ছাগেরা মৈথুন প্রিয়। জীবশরীরে মৈথুন প্রবৃত্তি রূপ যে ছাগ আছে তাহাকে ধ্বংস করিয়া সূক্ষ্ম সাধক তাহার মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকেন। মেষ অর্থে নির্ব্বুদ্ধিতা। মহিষ অর্থে ক্রোধ ইত্যাদি। এবম্বিধ পশ্বাদি বধ পূর্ব্বক মাংস

ভোজন করিবে। ঈশাবেশ রূপ মদ্য। গভীর তত্ত্ব সাগরস্থিত মীন মাংস। যোগ চিহ্ন রূপ মুদ্রা। ঈশতত্ত্বে রতি রূপ মৈথুন। স্থূল ও সূক্ষ্ম সাধনে বাক্যগুলি সর্ব্বত্র এক, কেবল তাৎপর্য্য ও ক্রিয়া ভিন্নতর। যে সকল লোকেরা ঈশ্বর ভাব উপলব্ধি করিতে পারে না অথচ প্রাকৃত মকারাদিতে সর্ব্বদাই রত, তাহাদিগকে সূক্ষ্মপথে আনিতে হইলে, তাহাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী একটী উপাসনা না স্থির করিলে তাহারা কি রূপে উদ্ধার পাইবে। বৈষ্ণবজনের যদিও তদ্রূপ কোন সাধনে অধিকার নাই, যেহেতু তাঁহারা সচ্চরিত্র ও পরমেশ্বর পরায়ণ, তথাপি জগতে নিতান্ত প্রাকৃত মনুষ্যই অনেক, তাহাদের জন্য সুব্যবস্থা করিতে সর্ব্ব বৈষ্ণব পূজিত সদাশিব নিয়ত যত্ন করত তামসিক তন্ত্র শাস্ত্রের নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কুলার্ণবতন্ত্র, পঞ্চম খণ্ড, সপ্ত দশোল্লাস এবং নির্ব্বাণ তন্ত্র একাদশ ও দ্বাদশ পটল পাঠ করিলে এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইবে।

আহা! এবম্বিধ শাস্ত্রকে যাঁহারা নিন্দা করেন তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত এবং তত্ত্বান্ধ। আমরা সময়ে সময়ে তন্ত্র শাস্ত্রকে বিশেষ রূপে ব্যাখ্যা করিব। সম্প্রতি এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করিলাম।

সংক্ষেপতঃ বক্তব্য এই যে যাঁহারা মানবগণের অধিকার তত্ত্ব বিচার না করিয়া ধর্ম্ম ব্যবস্থা করেন, তাঁহারা জীবের শ্রেয় সাধনে নিতান্ত অক্ষম। আর্য্য শাস্ত্রে অধিকার বিচার পূর্ব্বক পঞ্চপ্রকার উপাসনার পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, জগতের সমস্ত ধর্ম্মাপেক্ষা আর্য্যধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। সরস্বতী মহাশয় যে সেই তত্ত্ব অবগত না হইয়া কেবল এক প্রকার

ধর্ম্মের সাধারণ ব্যবস্থা-করণাভিপ্রায়ে তন্ত্র শাস্ত্রের নিন্দা করেন তাহাতে আমরা নিতান্ত দুঃখিত রহিলাম।

---

## দান ধর্ম্ম ও পাদরী ডল সাহেব।

বেঙ্গল সোসিয়াল সাইয়ান্স এসোসিয়েশন সভায় ১৮৮০ সালের ৯ আপ্রেল তারিখের অধিবেশনে পাদরী ডল সাহেব দান ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে কতকগুলি অবৈজ্ঞানিক মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার বক্তৃতায় অনেক গুলি ভাল কথা আছে বটে; কিন্তু যে স্থলে তিনি শাক্যসিংহের সন্ন্যাস এবং হিন্দু ও মুসলমানদিগের সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুক সম্মান সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সে স্থলে তাঁহার পাশ্চাত্য বুদ্ধি সাত্ত্বিক বিজ্ঞান শাস্ত্রের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়াছে, ইহা স্পষ্ট বোধ হয়। আর্য্যগণের ক্ষাত্র স্বাধীনতা সমাপ্ত হওয়ায়, তাঁহাদের কিছুমাত্র দুঃখ নাই, বরং ব্রিটিস মহাত্মাদের রাজত্বকালে তাঁহারা অত্যন্ত সুখী আছেন। ব্রিটিস মহাপুরুষেরাও আর্য্যবংশ সম্ভূত, অতএব তাঁহারা ভারতবাসীগণের সম্বন্ধে কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বরূপ। ভ্রাতৃ স্নেহ একটী স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, অতএব ভারতবাসীগণ যে ব্রিটিস রাজপুরুষদিগের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করেন, তাহা কোনমতে নিন্দনীয় নয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অধিক বয়সে দৌর্ব্বল্য লাভ করিলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা অবশ্য রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রতিপালন করিবেন, ইহা নিসর্গ সিদ্ধ কার্য্য। ইংরাজ রাজ্যে আমাদের সর্ব্বপ্রকার সুখই হইয়াছে, কেবল একটী বিষয়ের জন্য আমাদের সময়ে সময়ে ক্লেশ

হয়। ভারতবাসীরা যে কত প্রকার গাঢ় চিন্তা করিতে করিতে বৃদ্ধতা লাভ করিয়াছেন এবং ঐ সমস্ত চিন্তা দ্বারা তাঁহারা কতদূর সামাজিক বিষয়ে উন্নত হইয়াছেন তাহা সম্যক্ বিবেচিত ও স্বীকৃত হয় না। দান ধর্ম্ম সম্বন্ধে আর্য্য ঋষিগণ কত যত্ন সহকারে বিধি রচনা করিয়াছেন তাহা ডল সাহেবের ন্যায় বুদ্ধিমান লোকেও বুঝিতে পারেন না! আর্য্য ঋষিদিগের প্রাচীন জ্ঞান-গর্ভ বিধি সমূহ পূজিত হইলে মানব সমাজ অধিকতর উন্নত হইবে। মানব স্বভাবে দুই প্রকার প্রকৃতি লক্ষিত হয়, অর্থাৎ আসুরিক প্রকৃতি ও দৈব প্রকৃতি। যথা ভগবদ্গীতায়, "দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকে ঽস্মিন্ দৈব আসুর এবচ"। আসুরিক প্রবৃত্তির দ্বারা অনেক কার্য্য, বিধি ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা নিসৃত হয়। দৈব প্রকৃতি হইতেও তদ্রূপ অনেক গুলি ব্যবস্থা হইয়া থাকে। যে সকল লোক বা জাতির আসুরিক প্রবৃত্তি প্রবল, তাহার বা তাহাদের বিদ্যা, বিধি, রাজ্য সমস্ত চিন্তা ও কার্য্য আসুরিক ভাবাপন্ন। পক্ষান্তরে দৈব প্রকৃতি জাতি নিচয়ের সমস্তই দৈব ভাবাপন্ন। উভয় প্রকৃতিতেই বিজ্ঞান আছে এবং সেই বিজ্ঞান দ্বারা তাহার পক্ষ সমর্থিত হয়। মানবের দৈব প্রকৃতি কর্ত্তৃক দৈব বিধি সকলের আদর এবং আসুরিক প্রকৃতি কর্ত্তৃক আসুরিক বিধির আদর হইয়া থাকে। দান কার্য্যে ও তদ্রূপ দ্বিবিধ ভাব। দৈব প্রকৃতি ঋষিগণ দান সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক বিধি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা দৈব প্রকৃতি-প্রিয়। আসু-রিক প্রকৃতি কর্ত্তৃক তাহা আদৃত হয় না। ডল সাহেবের যে প্রকৃতি প্রবল, তদ্দ্বারাই আর্য্য দান বিধি বিচারিত হই-

য়াছে। তিনি যে সাইয়ান্স অর্থাৎ বিজ্ঞানের পক্ষ সমর্থন করেন, সে বিজ্ঞান দৈব প্রকৃতি-জনিত নয়।

দৈব প্রকৃতি-জনগণের তুষ্টি সাধনার্থ আমি আর্য্য দান বিধি সকল ও তাহার বিজ্ঞান তত্ত্ব সংক্ষেপে বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বিপরীত প্রকৃতি লোকগণ যে এই বিধি গুলির আদর করিতে পারিবেন না তাহা বলা বাহুল্য।

আর্য্যমতে দান মানব মাত্রেরই ধর্ম্ম। দান তিন প্রকার অর্থাৎ নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। নিত্য নৈমিত্তিক দান উপদিষ্ট হইয়াছে, কাম্য দান কোন কোন অধিকারীর পক্ষে অনিবার্য্য।

সকল কার্য্যেরই একটী একটী সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক অন্তরঙ্গ ভাব আছে। দান একটী কার্য্য অতএব তাহার ও তদ্রূপ ভাব থাকা আবশ্যক। দেখা যাউক সে বৈজ্ঞানিক ভাবটী কি?

জড়াতিরিক্ত আত্মার রতি নামক একটী ধর্ম্ম আছে। সেই রতি ভগবত্তত্ত্বে প্রযুক্ত হইলে ভক্তি হয়। সমযোগ্য মানবে প্রযুক্ত হইলে মৈত্রী হয়। অভাবক্লিষ্ট মানবে প্রযুক্ত হইলে তাহা কৃপা বা দয়া হয়। ঐ তিন প্রকার প্রবৃত্তি হইতে তিন প্রকার দান হয়। ভগবদ্ভক্তি বৃত্তিক্রমে এবং জীব-মৈত্রী বৃত্তি ক্রমে যে সমস্ত দান কার্য্য হয় সে সমুদায় নির্গুণ অর্থাৎ আত্মার নিত্য কার্য্য। ভক্ত বৃন্দ সেবার জন্য যে দান এবং সাধুসংকার সমুদায় উহার উদাহরণ। এই দুইটী কার্য্য মানব প্রকৃতির নিত্য ধর্ম্ম। পবিত্র ভগবদ্ভাব-পরায়ণ পুরুষেরা অর্থার্জ্জনে নিতান্ত অপটু, অতএব তাঁহাদের সৎকার করা ভক্তিবৃত্তি নিঃসৃত দান। তাহাতে মৈত্রীও আছে। এরূপ

দান সমস্ত দানের শ্রেষ্ঠ। পণ্ডিত ডল সাহেব এই প্রকার দান জম্বুদ্বীপে প্রবল দেখিয়া সাহস হীন হইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহারা বিদ্যার উন্নতির জন্য এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বৃহদ্বৃহৎ কার্য্য করণার্থে জীবনকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাদেরও অর্থার্জ্জনের অবকাশ নাই। তাঁহাদিগকে অর্থ সাহায্য করার নাম শুদ্ধ মৈত্রী বৃত্তি-জনিত দান। অধ্যাপক পণ্ডিতদিগকে যে বিদায় দেওয়া যায় তাহা ঐ দানের উদাহরণ। ইহাও সামান্য দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উক্ত উভয় বিধ দানেই প্রকৃত পাত্রের অন্বেষণ করার প্রয়োজন। প্রকৃত ভক্ত সেবা ও প্রকৃত অধ্যয়নকারী ও অধ্যাপকগণের সাহায্যই করণীয়।

দয়া হইতে যে দানের জন্ম হয় তাহা সগুণ এবং ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক দান, রাজস দান ও তামস দান। ঐ সকল দানের লক্ষণ ভগবদ্গীতায় এইরূপ কৃত হইয়াছে—

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালেচ পাত্রেচ তদ্দানং সাত্ত্বিকংস্মৃতং॥

যিনি পূর্ব্বে দাতার কোন উপকার করেন নাই বা যাঁহা হইতে কোন উপকারের আশা নাই তাঁহাকে কর্ত্তব্য বোধের সহিত যে কিছু দান করা যায় তাহা সাত্ত্বিক। ইহাতে দেশ কাল ও পাত্রের বিচার আছে। দেশের বিচার এই যে, যে স্থলে অনেক দাতার সদ্ভাব সেখানে দানের প্রয়োজনতা নাই। যেখানে দাতার সংখ্যা অধিক হইলেও গৃহীতার সংখ্যা আরও অধিক সেখানে দানের প্রয়োজন। পুণ্য তীর্থে দাতা অনেক

বলিয়া অভাবী লোক ও অধিক হয়, সে সব স্থানে দানের আবশ্যকতা। যেখানে শস্যাভাব বা দুর্ভিক্ষ বা পীড়ার আধিক্য হইয়াছে, সেই স্থানে দান করার প্রয়োজন। এই প্রকার স্থানের বিচার করিবে। যে কালে দান পাত্রের আধিক্য ও তাহাদের অভাব অধিকতর হয়, সে সময় দান করিবে। পাত্রের বিচার নিতান্ত প্রয়োজন। অন্ধ, খঞ্জ, বৃহৎ বৃহৎ রোগগ্রস্থ, নিতান্ত অর্থ হীন, অন্য সুবিধা হীন ক্ষুধিত জন, অনাশ্রিত বৃদ্ধ লোক, অভিভাবক শূন্য বালক বালিকা, পতিহীনা অভাববতী স্ত্রীলোক, এই প্রকার লোকেরাই সাত্ত্বিক দানের পাত্র।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বাপুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসংস্মৃতং॥

পূর্ব্বে দান পাত্রের দ্বারা উপকৃত হইয়া অথবা পরে উপকৃত হইব এরূপ আশা করিয়া দান করিলে সেই দান রাজস দান হয়। সাত্ত্বিক দান যদি অযথেষ্ট হয় তাহা হইলেও রাজসিক হইয়া পড়ে। উদাহরণের স্থল এই, যে সাত্ত্বিক দান পাত্রকে একটী মুদ্রা দিলে তাহার অভাব দূর হয়, আমিও এক মুদ্রা দিতে শক্ত, অথচ তাহাকে অর্দ্ধ মুদ্রা দেই, তাহাও রাজসিক দান।

অদেশ কালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎ কৃতমজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতং॥

যেকালে বা যে দেশে বা যে পাত্রে দান করিলে সে দান

সাত্ত্বিক না হয়, সে দান তামসিক দান। অথবা সাত্ত্বিক দেশ কাল পাত্রে দান করিবার সময় পাত্রকে অসৎকার বা অবজ্ঞা করা যায় তাহা হইলেও তামসিক দান হয়।

পূর্ব্বে যে দুইপ্রকার নির্গুণ দানের ব্যাখ্যা করা গিয়াছে তাহা নিত্য দান। সাত্ত্বিক দানই নৈমিত্তিক। রাজসিক ও তামসিক দান কাম্য।

কাম্য দান জগৎ হইতে দূরীকৃত হইতে পারে না, যেহেতু মানব প্রকৃতি যে পর্য্যন্ত মুক্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত কতকটা সগুণ থাকিতে বাধ্য আছে। যাঁহাদের সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয় নাই, তাঁহারা কাম্য দান অবশ্য করিতে থাকিবেন। সাত্ত্বিক ভাব উদিত হইলেই দানের কাম্যত্ব দূর হইবে। নিউ চারিটী অর্থাৎ নবীন-দানতত্ত্ব বলিয়া ডল সাহেব যে কার্য্যকে উদ্দেশ করেন, তাহাতেও শত শত কাম্য দান অনিবার্য্য রূপে আছে। ডল সাহেব অপক্ষপাতী চক্ষে, দৈব ভাবাশ্রয়ে, তাহা দেখিতে পাইবেন। যখন পৃথিবী পাপ ও কাম্য কর্ম্ম শূন্য হইবে তখনই কাম্য দান দূর হইবে। দান তত্ত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিত ডল সাহেবের ভ্রম হইয়াছে ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

---

# জীবতত্ত্ব ।

—০ঃ০—

একটী মৃত শরীর সম্মুখে দেখিতে পাইলে মনে এইরূপ প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে এই শরীর কথা বলিত, যাতায়াত করিত, নানারূপ চিন্তা করিত, এখন কেন নিস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিয়াছে ? ইহার চক্ষু কর্ণ নাসিকা আদি দৃশ্যমান ইন্দ্রিয় সকল, রক্ত মাংস স্নায়ু আদি শারীরিক সমস্ত পদার্থই বর্ত্তমান আছে তথাপি কি জন্য শারীরিক ব্যাপার সমূহে অশক্ত ? এই প্রশ্নের এই রূপ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। এই শরীরে এরূপ একটী পদার্থ ছিল যাহার অভাবে ইহার এইরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তি হইয়াছে। তাহা আত্মা বা জীব, সমস্ত জড়পদার্থের অতীত চিৎ বা জ্ঞানময় পদার্থ, স্বপ্রকাশ অর্থাৎ আপনি আপনাকে প্রকাশ করেন এবং পর-প্রকাশ অর্থাৎ আত্মেতর জগতের সমস্ত পদার্থকেও প্রকাশ করেন। জগতের কোন পদার্থ ইঁহাকে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না। এই যে তৃণ, লতা, গুল্ম, তরু হরিদ্বর্ণে রঞ্জিত হইয়া আমাদের নয়নানন্দকর হইয়াছে। এই যে কীট, পতঙ্গ, পশু, মনুষ্য পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া বিবিধ ব্যাপার সম্পাদন করিতেছে ইহারা তাঁহারই সত্বতেই প্রকাশমান। ইহারই অভাবে ইহারা অচেতন ও বিলুপ্ত হইয়া থাকে। এই জীব পরমাত্মা ভগবানের শক্তি বিশেষ হইতে নিসৃত, তদীয় দাসী ভাবাপন্ন। আনন্দ ইহার ক্রিয়া পরিচয় অর্থাৎ ইহার যাবতীয় ক্রিয়ার ফল আনন্দানুভব, ঈশ্বরানুরাগ ইহার স্বধর্ম্ম। ভগবৎ

ইচ্ছাক্রমে জড়সংযোগে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎ পরাঙ্মুখ হইয়াছেন কিন্তু তাহার সেই স্বধর্ম্ম লুপ্ত হয় নাই, বিকৃত হইয়া বিষয়ানুরাগে পরিণত হইয়াছে সুতরাং ক্ষুদ্রানন্দে পরিতৃপ্ত ও আশক্ত আছেন। যখন ভগবানের কৃপায় সাধুসঙ্গরঙ্গে প্রত্যগ্‌স্রোত প্রবাহিত হইবে অর্থাৎ বিষয় রাগ জড়বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরানুরাগ রূপ ধারণ করিবে, তখন জীব পুনরায় শুদ্ধাবস্থালাভ করিয়া রাসমণ্ডলে নৃত্য করিতে থাকিবেন এবং অখণ্ডানন্দ অনুভব করিবেন।

শ্রীমথুরানাথ দাস
মৈযাদল।

---

## নর্ম্মদা নদীর জল প্রপাত ও তত্তীরস্থ শ্বেত পর্ব্বত।

জগতপাতা জগদীশ্বর এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের কত স্থানে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বস্তুর সৃজন করিয়া তাঁহার অপরিসীম বুদ্ধি কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আমাদের পাঠক মহাশয়গণের মধ্যে কাহারও কাহারও জানিবার ঔৎসুক্য জন্মিতে পারে। আমরা তাঁহাদের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে সজ্জন তোষিণীতে এই রূপ বিষয়ের সংক্ষেপ বর্ণনা সন্নিবেশিত করিতে প্রয়াস পাইব।

এবারে নর্ম্মদা তীরস্থ শ্বেত পর্ব্বত ও ভীষণ জল প্রপাতের বর্ণনা করা যাইবে। এই নদী মধ্য ভারতবর্ষে স্থিত ও সহর

জব্বলপুরের অতি নিকটস্থ। জব্বলপুর হাবড়া হইতে ৩৯৭ ক্রোশ দূরে ও রেলে প্রায় দেড় দিনে যাওয়া যায়। ১২।৵৩ খরচে হাবড়া হইতে জব্বলপুরে যাওয়া যায়।

এক দিবস অতি প্রত্যুষে আমরা কতিপয় বন্ধু মিলিত হইয়া, জব্বলপুর হইতে যাত্রা করি ও কিয়দ্দূর রেলে যাইয়া মার্ব্বল-রক্স অর্থাৎ শ্বেতপর্ব্বত অভিহিত ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। তথা হইতে পদব্রজে পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। পর্ব্বতের প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে থাকিতে এক ভয়ানক অথচ গভীরশব্দ আমাদের শ্রুতিগোচর হইল। জব্বলপুরবাসী জনৈক আত্মীয়কে এই অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু তিনি আমাদের কৌতুহল বর্দ্ধনার্থ উহার কারণ নির্দ্দেশ জন্য প্রয়াস পাইতে অনুরোধ করিলেন। পূর্ব্বে কেবল ভূগোলে জল প্রপাতের নাম শুনিয়াছিলাম, কখন উহা নয়নগোচর হয় নাই। সুতারাং অনেক অনুধাবন করিয়াও কারণ নির্দ্দেশে অপারগ হইলে শুনিলাম, উহা নর্ম্মদা নদীর জল-প্রপাতের শব্দ। জল-প্রপাতের নাম শুনিয়া মনে হইল কোন উচ্চ পর্ব্বতের গহ্বর নির্গত জলরাশি পতন হইতে এই ভীষণ শব্দ উত্থিত হইয়া থাকিবে। মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে জল প্রপাতের সন্নিকটে উপনীত হইলাম। দেখিলাম পার্ব্বত্য প্রদেশ সুলভ বন্ধুর ভূমির উপর দিয়া চতুর্দ্দিক হইতে অল্প অল্প পরিমাণে জল আসিতেছে। তথাকার জলের গভীরতা কোথায় অর্দ্ধ হস্ত, কোথায় এক হস্ত, কোথায় বা তাহার কিঞ্চিৎ অধিকমাত্র হইবে। এই স্থানের সম্মুখে একটী ভয়ানক গর্ত্ত আছে। কথিত আছে ঐ গর্ত্ত প্রায় ২০০ ফিট গভীর।

সমস্ত জল ঐ গর্ত্তের মধ্যে ভীষণবেগে পতিত হইয়া এক ভয়ানক শব্দ উৎপাদন করে। আমরা কিয়ৎকালের জন্য ঐ গর্ত্তের সন্নিকটে দণ্ডায়মান ছিলাম এবং মনে হইল যেন প্রতি মুহূর্ত্তেই উহা আমাদিগকে গ্রাস করিতে চায়।

পরে শ্বেত পর্ব্বত দর্শন মানসে তথা হইতে প্রত্যাগমনকালে আমরা একটী সুন্দর দেবালয়ে উপস্থিত হইলাম। উহা একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর নির্ম্মিত। নিম্নতল হইতে ১০৮টী সিঁড়ি দিয়া উহার উপরে যাইতে হয়। উক্ত মন্দির হর পার্ব্বতীর মন্দির বলিয়া খ্যাত। দেখিয়াই উক্ত মন্দিরকে অতি পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। আমরা মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলাম, একটী শ্বেত বৃষের উপর শিবমূর্ত্তি স্থাপিত আছে ও তাহার বামে গৌরীর প্রতিমূর্ত্তি।

তদনন্তর আমরা নর্ম্মদা তীরে উপনীত হইলাম। পথিক লোকের বিশ্রাম উদ্দেশে তথায় একটী গৃহ নির্ম্মিত আছে। তথায় প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া আমরা নর্ম্মদা সলিলে অবগাহন করতঃ পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম। কথিত আছে নর্ম্মদা সলিলে নারায়ণ শিলা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার জলের একটী চমৎকার গুণ এই, যে কোন মৃত্তিকাখণ্ড বা বৃক্ষ ইহার সলিলে অধিক কাল থাকিলে প্রস্তররূপে পরিণত হয়। এরূপ জনরব আছে, যে একটী খর্জ্জুর বৃক্ষের অর্দ্ধ পরিমাণ মাত্র নর্ম্মদার জলের মধ্যে ছিল। কিছুকাল পরে ঐ বৃক্ষের উক্ত জলস্থিত অর্দ্ধভাগ প্রস্তরময় হইয়া যায় ও অপরার্দ্ধ খর্জ্জুর বৃক্ষের ন্যায়ই ছিল।

নর্ম্মদার এই ভাগকে ভেড়াঘাট কহে। তথায় শ্বেত পর্ব্বত-

দর্শকদিগের সুবিধার জন্য সরকার বাহাদুর একখানি নৌকা রাখিয়াছেন। আমরা ঐ নৌকায় আরোহণ করিয়া শ্বেত পর্ব্বতাভিমুখে চলিতে লাগিলাম। গমনকালে জলাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত দর্শন করিলাম। কথিত আছে অনেক আরোহী অনবধানতা বশতঃ এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর প্রাণ হারাইয়াছে। অনতিবিলম্বেই শ্বেত পর্ব্বতশ্রেণী আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। এই স্থানে নর্ম্মদা অতি অল্প পরিসর। নিম্নে অদৃষ্টপূর্ব্ব নর্ম্মদানীর, তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতবৃন্দ, উভয় পার্শ্বে সম্পূর্ণ শ্বেতবর্ণের পর্ব্বত। কি সুন্দর দৃশ্য! তৎকালে অন্তঃকরণে এক অভাবনীয় আনন্দের উদয় হইল ও তাহার সঙ্গেসঙ্গেই সেই বিশ্বনিয়ন্তার অপরিসীম বুদ্ধি কৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া জীবন মন চরিতার্থ করিলাম।

এই স্থানে নর্ম্মদা প্রায় ২০০ ফিট গম্ভীর ও ইহার উভয় পার্শ্বস্থিত শ্বেত পর্ব্বতও তদনুরূপ উচ্চ। পর্ব্বতের কোন স্থানে গর্ত্তাদি দৃষ্ট হয় না। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দক্ষিণ ভাগে একটী ক্রমোচ্চ স্থান দেখিতে পাইলাম। উক্ত স্থানে অবতরণ করিয়া যতদূর সাধ্য উপরে উঠিলাম, কিন্তু পর্ব্বতের শিরোভাগ দর্শন করিতে পারিলাম না। উক্ত স্থানের গঠন এরূপ সুন্দর যে তথায় দণ্ডায়মান থাকিয়া মৃদু শব্দ করিলেও অতি স্পষ্টাক্ষরে তাহা প্রতিধ্বনিত হয়। তথায় কিঞ্চিৎকাল থাকিয়া পুনরায় নৌকারোহণ করিয়া প্রত্যাগমন করিতে লাগিলাম, ও পরম কারুণিক বিশ্বপিতার নাম গান করিতে করিতে পরম আনন্দিত মনে চলিলাম।

শ্রীবরদাদাস বসু।

নড়াইল।

# দেহতত্ত্ব।

সজ্জন ধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেরই অগ্রে স্বাস্থ্য রক্ষা এবং দেহ-তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক। এস্থলে দেহতত্ত্ব অতি সংক্ষেপ রূপে বর্ণনা করিতেছি, কিন্তু ক্রমে ক্রমে বিশেষ বর্ণনা করিব। মানব শরীরে ২৬৪ খান অস্থি, পরস্পর সন্ধি দ্বারা সংযোজিত আছে। এই অস্থি সকল, মাংস, স্নায়ু বা নার্ভ, ধমনী বা আর্টরি, ভেইন বা শিরা এবং চর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা আবৃত থাকে। ধমনী, শীরা এবং স্নায়ুর ক্রিয়ার সামঞ্জস্য দ্বারাই স্বাস্থ্য সম্পাদিত হইতেছে। স্নায়ুর আধার মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড। মস্তিষ্ক মস্তকের অস্থি দ্বারা বেষ্টিত, এবং সেরিব্রম ও সেরিবেলম নামক অংশদ্বয়ে বিভক্ত। চিন্তা, ধারণাও বিবেচনা প্রভৃতি ইহাদের স্থল বিশেষের গুণ বা ক্রিয়ার ফল মাত্র। ব্যাধি বিশেষে ইহাদের আতিশয্য বা লোপ পর্য্যন্তও দৃষ্ট হয়। মস্তিষ্ক হইতে স্নায়ু সকল উৎপন্ন হইয়া দর্শনশক্তি, শ্রবণ শক্তি, ঘ্রাণ ও আস্বাদ শক্তি, উৎপাদন করে। মেরুদণ্ড পৃষ্ঠ-দেশে অবস্থিতি করে। স্নায়ুগণ মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন হইয়া চর্ম্মের স্পর্শ ও পেশীর সঞ্চালন শক্তি উদ্ভব করে। রক্তের আধার হৃৎপিণ্ড, ইহা বক্ষঃস্থলে অবস্থিত। ইহা ৪টী গহ্বরে বিভক্ত। দক্ষিণ গহ্বরে শৈরিক এবং বাম গহ্বরে ধামনিক রক্ত সঞ্চালিত হয়। ধামনিক রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ, এবংধমনী দ্বারা সঞ্চালিত হওতঃ দেহস্থ পরিহার্য্য বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া কিঞ্চিৎ কৃষ্ণাভাযুক্ত হয় এবং শিরা

দ্বারা হৃৎপিণ্ডে আগমন করতঃ তথা হইতে ফুসফুসে ( ইহা হৃৎপিণ্ডের পশ্চাতে অবস্থিত) আগত হইয়া নিশ্বাস বায়ুস্থ অম্লজানের সহিত মিশ্রিত হইয়া রাসায়ণিক পরিবর্ত্তন দ্বারা কার্ব্বনিক এসিড নামক বাষ্পরূপে প্রশ্বাস পথে নির্গত হওয়াতে রক্ত পুনঃ লালবর্ণ হইয়া হৃৎপিণ্ডে পুনরাগমন করে। প্রতি মূহুর্ত্তে দেহের আংশিক ক্ষয় ও পূরণ হওয়াতেই দেহে উষ্ণতার উদ্ভব হয়। কোন দ্রব্য মুখ গহ্বরে প্রবেশমাত্রেই লালাপ্রদ গ্রন্থিত্রয় হইতে লালা নির্গত হইয়া উহাকে আর্দ্র করে, পরে উহা অন্ন নালের মধ্য দিয়া পাকাশয়ে পতিত হয়, কিন্তু আশ্চার্য্যের বিষয় এই যে, মুখ গহ্বরে কোন দ্রব্য প্রক্ষিপ্ত হওয়া মাত্রেই বায়ু প্রবেশ পথ ল্যারিংসের দ্বার স্বভাবতঃই রুদ্ধ হয়। যদি ঘটনাক্রমে এই পথে কোন দ্রব্য প্রবেশ করে, তবে তখনই শ্বাসাবরোধ হয়। পাকাশয় বক্ষের অনিম্নেস্থিত। ইহা হইতে এক প্রকার অম্ল রস নির্গত হইয়া আহার্য্য দ্রব্যকে কথঞ্চিত পরিপাক করে, পরে ইহা তথা হইতে গ্রহণী নাড়ির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পিত্তাদি পাচক রসের সহিত মিশ্রিত ভাবে তৈলবৎ হয়। পিত্ত, যকৃৎ হইতে নিস্রুবিত হয়। যকৃৎ পাকাশয়ের দক্ষিণ ও উর্দ্ধ দেশ ব্যাপিয়া আছে। ঐ তৈলবৎ পদার্থ শোষক শিরাদ্বারা শোষিত হইয়া শৈরিক রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। প্লিহার ক্রিয়ার ঠিক নাই, ইহা উদরের বমাংশে স্থিত। নাভির সমসূত্রে উদরের উভয় পার্শ্বে মূত্রপিণ্ডদ্বয়স্থিত। ইহারা মূত্র নির্গত করিয়া রক্তকে শোধিত করে। মূত্রাশয় লিঙ্গমূলের পশ্চাতে উদর গহ্বরে স্থিত, ইহাতে মূত্র সঞ্চিত হয়। বীর্য্য অণ্ডকোষের নিস্রবণ, ইহারেত রজ্জুর মধ্য দিয়া

লিঙ্গনালে পতিত হয়। ভেক শাবক সদৃশ এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ বীর্য্যে দৃষ্ট হয়। ইহা স্ত্রীজাতির ওভুলের সহিত মিশ্রিত হইলেই সন্তানোৎপত্তি হয়। সন্তান জরায়ুতেই প্রতিপালিত হয়। ষট্‌চক্র সাধন হইলে শারীরিক যন্ত্র ও ইন্দ্রিয়াদির যেরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় তাহা ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, ডাক্তার,
নড়াল।

---

## প্রাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণ চরণে সবে দৃঢ় কর মন।
হরি বিনা কলিযুগে নাহি অন্য ধন॥
পাপিত্রাণ হেতু মাত্র হরি নাম সার।
স্মরিলে করিবে মুক্ত কৃষ্ণ গুণাধার॥
বিপদে পড়িলে ডাক শ্রীমধুসূদন।
অবশ্য ঘুচাবে দুঃখ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
যাঁহার আশ্রয় লয়ে পাণ্ডব কুমার।
কুরু যুদ্ধে জয়ী হয়ে লভে স্বর্গদ্বার॥
করেছেন দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ।
বৃন্দাবনে শ্রীরাধার কলঙ্ক ভঞ্জন॥
মথুরাতে কংসরাজ করিয়া নিধন।
মাতা পিতা উভয়েরে করেন মোচন॥

পূতনা করেন বধ স্তন্য পান করি।
ব্রহ্মাণ্ড দেখান মাকে বদন বিস্তারি॥
কালিন্দির জলে করি কালিয় দমন।
বলিকে ছলেন প্রভু হইয়া বামন॥
বাম করে করেছেন গিরি উত্তোলন।
কত গুণ ধরে সেই নন্দের নন্দন॥
অনন্ত প্রভুর লীলা কত কব তার।
অনন্তের সীমা বর্ণে হেন সাধ্যকার॥

শ্রীমতী উঃ।

—০:০—

# প্রেম প্রদীপ।
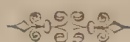
## তৃতীয় প্রভা।

যোগী বাবাজী পণ্ডিত বাবাজীর আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া পথমধ্যে সূর্য্যের প্রতি নিরীক্ষণ করত জানিলেন যে বেলা প্রায় ১॥ প্রহর হইয়াছে। কিঞ্চিৎ দ্রুতপদে নিজ কুঞ্জাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। তমাল-বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিতে পাইলেন, তিনটী বঙ্গদেশীয় ভদ্রলোক আসিতেছেন। তখন বিবেচনা করিলেন ইঁহাদের মধ্যেই মল্লিক মহাশয় আসিতেছেন। বাবাজী পূর্ব্বেই তাঁহার আসিবার সংবাদ পাইয়া কুঞ্জ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনটী ভদ্রলোক যখন নিকটস্থ হইলেন, তখন বাবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন আপনাদের

নিবাস কোথা ? কোথায় যাইবেন ? তিনজনের মধ্যে একটী বয়সে বিজ্ঞ এমন কি ৬০ বৎসর বয়ক্রম। গোঁপ ও চুল প্রায় সকলই শুভ্র হইয়াছে। গায়ে একটি মলমলের পিরাণ, পরণে ধুতি চাদর, হাতে ব্যাগ ও পায়ে চিনের বাড়ীর জুতা। অপর দুটীরই বয়স ৩০।৩২ বৎসর হইবে, দাড়ী ছিল। নাকে চশমা, হাতে ছড়ি ও ব্যাগ। পায়ে বিলাতি জুতা। সকলেরই মাথায় ছোট ছোট ছাতি। বিজ্ঞ বাবুটী অগ্রসর হইয়া বলিলেন, আমরা কলিকাতা হইতে আসিয়াছি। যোগী বাবাজীর আশ্রমে যাইব। তাঁহাকে অগ্রেই নিতাই দাস বাবাজীর দ্বারা পত্র লেখা হইয়াছে।

শুনিবামাত্র যোগী বাবাজী কহিলেন, তবে আপনি আমাকেই অন্বেষণ করিতেছেন, আপনি কি মল্লিক মহাশয়! বাবু কহিলেন আজ্ঞা, হাঁ। বাবাজী যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিজ কুঞ্জে লইয়া গেলেন।

কুঞ্জটী অতিশয় পবিত্র। চতুর্দ্দিকে বৃক্ষের বেড়া, মধ্যে তিন চারিখানি কুটীর। একটী ঠাকুর ঘর। বাবাজী চেলাদিগকে অতিথি সেবায় নিযুক্ত করিয়া বাবুদিগের প্রসাদ সেবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বাবুরা মানস গঙ্গায় স্নানাদি সমাপ্ত করিয়া প্রসাদ পাইলেন। ভোজনান্তে একটী পঞ্চবটীর তলে বসিয়া পরস্পর কথোপথন করিতে লাগিলেন। মল্লিক মহাশয় কহিলেন বাবাজী মহাশয়! আপনকার যশ কলিকাতায় সকলেই গান করেন। আমরা কিছু জ্ঞানোপদেশ পাইবার প্রত্যাশায় আপনকার শ্রীচরণে আসিয়াছি।

বাবাজী হর্ষচিত্তে কহিলেন, মহাশয় আপনি মহাত্মা লোক!

নিত্যানন্দ দাস বাবাজী আমাকে লিখিয়াছেন, যে আপনকার স্থায় বিদ্যানুরাগী হিন্দু কলিকাতায় পাওয়া যায় না। আপনি অনেক যোগ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যোগাভ্যাস করিয়াছেন।

মল্লিক বাবু কিঞ্চিৎ হাস্য সহকারে কহিলেন, অদ্য আমার সুপ্রভাত! আপনার ন্যায় যোগীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল।

বলিতে বলিতে মল্লিক বাবু যোগী বাবাজীর চরণে পড়িয়া কহিলেন, বাবাজী! আমার একটীঅপরাধ হইয়াছে ক্ষমা করিবেন। আপনকার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইলে আমি আপনাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করি নাই। বাবাজী! কলিকাতায় আজ কাল পুরাতন ব্যবহার এতদূর লুপ্ত হইয়াছে, যে আমাদেরও গুরুজন দর্শনে দণ্ডবন্নতি ঘটিয়া উঠে না। এখন নির্জ্জনে আপনকার চরণরেণু স্পর্শ-সুখ অনুভব করি। আমার ইতিবৃত্ত এই, যে প্রথম বয়সে আমি সন্দিহান ছিলাম। পরে খ্রীষ্টিয়ানদিগের বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহাদের ধর্ম্ম আমাদের ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতাম। কতদিন গির্জ্জায় গিয়া উপাসনা করিতাম। পরে রাজা রামমোহন রায় প্রচারিত অভিনব ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলাম। কিছুদিন হইল বিলাতী ভূতবিদ্যা ও ক্লেয়ারভয়েন্স ও মেসমেরিসম্ নামক সমাধি বিশেষ অভ্যাস করি। গত বৎসর ঐ বিদ্যা উত্তমরূপে সাধন করিবার জন্য মান্দ্রাজ দেশে মেডেম্ লোরেন্সের নিকট গিয়াছিলাম। তাহাতে আমি মৃত আত্মাদিগকে মনে করিলেই আবির্ভাব করিতে পারি। অনেক সুদূরবর্ত্তী সমাচার অতি

অল্প চেষ্টায় সংগ্রহ করিতে পারি। আমার এই সমস্ত ক্ষমতা দেখিয়া নিত্যানন্দ দাস বাবাজী একদিন বলিলেন, বাবু! যদি গোবর্দ্ধনস্থ যোগী বাবাজীর নিকট আপনি যাইতে পারেন, তবে অনেক অলৌকিক শক্তি অর্জ্জন করিতে পারেন। সেই সময় হইতে আমি হিন্দু শাস্ত্রে গাঢ় বিশ্বাস লাভ করিয়াছি। আমি আর জীব মাংস ভক্ষণ করি না এবং সর্ব্বদা পবিত্র থাকি। এবম্বিধ চরিত্র ক্রমে আমার অধিকতর সামর্থ্য জন্মিয়াছে। আমি এখন অনেক হিন্দুব্রত করিয়া থাকি। গঙ্গাজল পান করি। বিজাতীয় লোকের স্পর্শিত কোন খাদ্য দ্রব্য স্বীকার করি না। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে আহ্নিক করি।

আমার সহিত নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু আসিয়াছেন। ইঁহারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মে শ্রদ্ধা করেন, তথাপি যোগ শাস্ত্রে যে কিছু সত্য আছে তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নন। আমি ইঁহাদিগকে অনেকটা যোগ ফল দেখাইয়াছি। ইঁহারাও এখন যেমত ইঁহাদের ধর্ম্মাচার্য্যকে বিশ্বাস করেন আমাকেও তদ্রূপ বিশ্বাস করেন। হিন্দু তীর্থ প্রদেশে আসিতে ইঁহাদের ইচ্ছা ছিলনা, কেন না এখানে আসিলে অনেক পৌত্তলিক বিষয়ে প্রশ্রয় দিতে হয়। অদ্য প্রসাদ পাইবার সময় নরেন বাবুর কিছু মনে কষ্ট হইতে ছিল, তাহা তাঁহার মুখভঙ্গিতে বোধ হইল। যাহা হউক, আমি বিবেচনা করি, ইঁহারাও আমার ন্যায় অনতিবিলম্বে হিন্দুশাস্ত্রে আস্থা করিবেন। আমি আপনার চরণে শরণ লইলাম, আপনি আমাকে কিছু রাজযোগ শিক্ষা দিবেন।

মল্লিক বাবুর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া যোগী বাবাজী কিঞ্চিৎ

চ

হর্ষ ও বিষাদযুক্ত একটী অভিনব ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, বাবুজী ! আমি উদাসীন, আমার সংসারের সহিত ততদূর সম্বন্ধ নাই। কুম্ভক বলে আমি প্রায় বৎসরাবধি অনাহারে বদরিকাশ্রমের একটী পর্ব্বত গুহায় বসিয়াছিলাম, হঠাৎ শুক-দেবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, পরম ভাগবত ব্যাসকুমার আমাকে ব্রজধামে প্রত্যাগমন করিতে অনুমতি করেন। আমি তদবধি ব্রজবাসীদিগের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে সংসারী হই-য়াছি। তথাপি নিতান্ত সংসার প্রিয় লোকদিগের সহিত বাস করি না। আপনকার পরিচ্ছদ, আহার ও সঙ্গ এ পর্য্যন্ত নিতান্ত সংসারীর ন্যায় আছে। ভয় হয় আমি এতদূর সংসার সঙ্গ করিলে যোগ ভ্রষ্ট হইব।

বাবাজীর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া মল্লিক বাবু কহিলেন, আমি আপনকার আদেশানুরূপ বেশ ও আহারাদি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমার সঙ্গীদ্বয়কে কিরূপে পরি-ত্যাগ করিতে পারি ? আমি এইরূপ যুক্তি করিতেছি যে, নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু দুই একদিন এখানে থাকিয়া বৃন্দা-বনে বঙ্গীয় সমাজে গমন করুন, আমি আপনকার চরণে ছয় মাস থাকিয়া যোগাভ্যাস করিব।

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু ঐ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া বলিলেন যে, দুই দিবসের মধ্যে আমরা বৃন্দাবনে যাইব, তথায় আমাদের ভৃত্য সকল আমাদিগের অপেক্ষায় আছে। এই কথাই অবশেষে স্থির হইল।

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু প্রাকৃত শোভা দর্শন করিবার জন্য ভ্রমণ করিতে গেলেন। মল্লিক বাবু বাবাজীকে একক

দেখিয়া বলিতে লাগিলেন বাবাজী! উহাঁদিগকে আনা আমার ভাল হয় নাই, যেহেতু উহাঁদের পরিচ্ছদ দেখিলে সকলেই অবহেলা করেন। আপনি যদি কৃপা করেন তবে আমি শীঘ্রই অনার্য্য সংসর্গ সমুদায় পরিত্যাগ করিব।

বাবাজী কহিলেন, অনেক বৈষ্ণবগণ পরিচ্ছদ ও সংসর্গ দেখিয়াই সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। আমার সেরূপ রীতি নয়। আমি যবনাদির সহিত একত্রাবস্থান করিতে কখনই কুণ্ঠিত হই না। বৈষ্ণবদিগের জাতি বিদ্বেষ নাই, তথাপি সুবিধার জন্য বৈষ্ণব পরিচ্ছদ ও ব্যবহার স্বীকার করা কর্ত্তব্য বোধ হয়।

এক দিবসের উপদেশে কখনই কেহ বৈষ্ণব বেশ স্বীকার করে না, তথাপি পূর্ব্ব সংস্কার ক্রমেই হউক অথবা যোগী বাবাজীর শ্রদ্ধা সংগ্রহের জন্যই হউক, মল্লিক বাবু তৎক্ষণাৎ ৫ টাকার চর্ম্ম পাদুকা যুগল পরিত্যাগ করিলেন। গলদেশে তুলসী মালা ও ললাটে ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র ধারণ করত বাবাজীকে দণ্ডবৎ করিলেন। বাবাজী তাঁহাকে হরিনাম মন্ত্র জপ করিতে অনুমতি করিলেন। মল্লিক মহাশয় তাহাই করিতে লাগিলেন।

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু ভ্রমণ করিয়া আসিবার সময় মল্লিক মহাশয়ের ভাব দেখিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন, এ আবার কিভাব! আমাদের এখানে থাকা কোন প্রকারে ভাল বোধ হয় না। যদিও অনেক পাণ্ডিত্য ও অনুসন্ধান আছে বটে, তথাপি মল্লিক বাবু অস্থির চিত্ত, আজ এ কিরূপ ধারণ করিলেন। একদিনেই এতদূর কেন? দেখা যাউক কি হয়। আমরা পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের অবমাননা করিব না।

আমরা প্রকৃতি দর্শন করিব ও মানব স্বভাব পরীক্ষা করিতে থাকিব।

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু নিকটস্থ হইলেন দেখিয়া মল্লিক মহাশয় একটু অস্থির হইয়া কহিলেন নরেন! দেখ আমি কি হইয়া উঠি। আনন্দ! তুমি অসন্তুষ্ট হইতেছ?

নরেন ও আনন্দ উভয়েই কহিলেন, আপনি আমাদের শ্রদ্ধারপাত্র, আপনকার কোন কার্য্যে আমরা অসুখী নই।

বাবাজী কহিলেন, আপনারা বিদ্বান ও ধার্ম্মিক। কিন্তু তত্ত্ব বিষয় কি আলোচনা করিয়াছেন?

নরেন বাবু একজন ব্রাহ্মাচার্য্য, অনেক সময় তিনি উপাচার্য্য হইয়া ব্রাহ্মদিগকে শিক্ষা দিতেন। বাবাজীর প্রশ্ন শুনিবামাত্র তিনি চশমাটী নাকে দিয়া বলিতে লাগিলেন।

ভারত ভূমি বহুদিন হইতে কয়েকটী দোষে দূষিত আছে। আদৌ জাতি ভেদ। মানবমাত্রেই এক পিতার সন্তান। সকলেই ভ্রাতা। জাতি ভেদ ক্রমে ভারতবাসীরা আর উন্নত হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশঃ পতিত হইতেছে। বিশেষতঃ ইউরোপ দেশীয় উন্নত জাতি সমূহের নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ নিরাকার ব্রহ্মকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনেক গুলি কল্পিত দেবদেবীর উপাসনা করিয়া পরমেশ্বর হইতে সুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে। পৌত্তলিক পূজা, নিরর্থক উপবাসাদিব্রত ধারণ, ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ জাতির নিরর্থক সম্মান এবং অনেকগুলি কদাচার ক্রমে আমাদের ভ্রাতাগণ ক্রমশঃ নিরয়গামী হইতেছেন। জন্মজন্মান্তর বিশ্বাস করত ক্ষুদ্র জন্তুগণকে জীব বলিয়া তাহাদের মাংসাদি ভোজন করিতে বিরত।

তাহাতে উপযুক্ত আহার অভাবে শরীর দুর্ব্বল ও রাজ্য শাসনে অক্ষম হইয়া পড়িতেছে। পতিহীনা অবলাদিগকে বৈধব্য যন্ত্রণা দ্বারা হীনসত্ত্বা করিতেছে। এই সমস্ত কুব্যবহার হইতে ভারত ভূমিকে উত্তোলন করিবার জন্য, দেশহিতৈষী রাজা রামমোহন রায় যে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজবপন করেন, আজ কাল সেই বীজ বৃক্ষ হইয়া ফলদান করিতেছে। আমরা সেই নিরাকার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি, যেন সমস্ত ভারতবাসী-গণ মোহান্ধকার হইতে উঠিয়া উপনিষৎ প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বীকার করেন। বাবাজী মহাশয়! এমন দিন কবে হইবে যে আপনি ও আমরা সকলে একত্রিত হইয়া প্রার্থনা করিব!

নরেন বাবু গদগদভাবে বলিতে বলিতে নিস্তব্ধ হইলে, আর কেহ কিছু বলিলেন না। বাবাজী একটু স্থির হইয়া বলিলেন হাঁ সন্দেহ অপেক্ষা যৎকিঞ্চিৎ ঈশ্বর ভাব উদিত হওয়াও ভাল। আমি যখন বাল্মীকি মুনির আশ্রম অতিক্রম করিয়া কানপুরে আসি সেখানে প্রকাশ্য স্থানে একটী শ্বেতপুরুষ ঐ সমস্ত বলিতেছিল, শুনিয়াছিলাম। আর ঐ সকল বক্তৃতা কখন শুনি নাই। ভাল একটী মূল কথা জিজ্ঞাসা করি। ঈশ্বরের স্বরূপ কি? জীবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি? কি করিলে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা যায়? তিনি সন্তুষ্ট হইলেই বা জীবের কি হয়? তাঁহাকে কেন উপাসনা করেন?

আনন্দ বাবু একজন ভদ্র বংশজাত নব্য পুরুষ। তিনি যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মের মত প্রচারক হইয়াছেন। তিনি বাবাজীর বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন শ্রবণ করিবামাত্র উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন হে মহাত্মন!

শ্রবণ করুন। ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাণ্ডারে সকল প্রশ্নেরই উত্তর আছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের পুস্তক নাই বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে ক্ষুদ্র বোধ করিবেন না। যে সকল ধর্ম্মে কোন বিশেষ পুস্তকের সম্মান আছে সে সকল ধর্ম্মে অবশ্যই পুরাতন ভ্রম দৃষ্ট হয়। আপনাদের বৈষ্ণব ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম সমুদ্রের সহিত তুলনা করিলে, একটী ক্ষেত্রস্থিত জলাশয়ের মত বোধ হয়। তাহাতে মুক্তা থাকে না, মুক্তা সমুদ্রেই পাওয়া যায়। আমাদের যদিও বৃহৎ পুস্তক নাই তথাপি ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া যে একখানি পুস্তিকা হইয়াছে তাহাতেই আপনকা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর নখদর্পণের ন্যায় লিখিত হইয়াছে।

আনন্দ বাবু ব্যাগ খুলিয়া আপনার চশমাটী নাকে দিলেন। ব্যাগের মধ্য হইতে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

ঈশ্বর নিরাকার স্বরূপ। জীবের সহিত তাঁহার পিতা পুত্র সম্বন্ধ। তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিলে তিনি সন্তুষ্ট হন। তিনি সন্তুষ্ট হইলে আমরা ভূমানন্দ লাভ করি। তিনি মাতৃস্তনে দুগ্ধ, ক্ষেত্রে শস্য ও জলাশয়ে মৎস্য আমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার উপাসনা করিতে বাধ্য আছি। দেখুন দেখি কত অল্প অক্ষরে আমাদের ধর্ম্মাচার্য্য আসল কথা গুলি লিখিয়াছেন। এই পাঁচটী কথা লিখিতে হইলে আপনারা একখান মহাভারত লিখিতেন। ধন্য রাজা রামমোহন রায়! তাঁহার জয় হউক! ব্রাহ্মধর্ম্মের নিশান পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত উড্ডীয়মান হউক।

বাবাজী সহাস্যবদনে আনন্দ বাবুর তীব্র নয়ন ও শ্মশ্রু দর্শন করিয়া বলিলেন, আপনাদিগের মঙ্গল হউক। পরাৎপর প্রভু আপনাদিগকে একবার আকর্ষণ করুন। অদ্য আপনারা আমার অতিথি হইয়াছেন, কোন বাক্যের দ্বারা আপনাদিগর উদ্বেগ জন্মান আমার কর্ত্তব্য হয়না। গৌরাঙ্গের ইচ্ছা হইলে অনতিবিলম্বে সমুদায় বিষয়ের আলোচনা করিব।

বাবাজীর বিনয় বাক্য শ্রবণমাত্রেই নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু চশমা রাখিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন, যে আজ্ঞা! আপনকার সিদ্ধান্ত গুলি ক্রমশঃ শ্রবণ করিব।

সকলে নিস্তব্ধ হইলে মল্লিক মহাশয় পুনবার কহিতে লাগিলেন, বাবাজী মহাশয়! অনুগ্রহ পূর্ব্বক রাজযোগ ব্যাখ্যা করুন।

যোগী বাবাজী তথাস্তু বলিয়া আরম্ভ করিলেন—

দার্শনিক ও পৌরাণিক পণ্ডিতেরা যে যোগ অভ্যাস করেন তাহার নাম রাজযোগ। তান্ত্রিক পণ্ডিতেরা যে যোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার নাম হঠযোগ। হঠযোগে আমার অধিক রুচি নাই, যেহেতু তদ্দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশেষ ব্যাঘাৎ হয়। শাক্ত ও শৈব তন্ত্র সকলে এবং ঐ সকল তন্ত্র হইতে যে সকল হঠযোগ দ্বিপীকা যোগচিন্তামনি প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে ঐ সমস্ত গ্রন্থে হঠযোগ বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে শিবসংহিতা ও ঘেরণ্ড সংহিতা গ্রন্থদ্বয় আমার বিবেচনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কাশী ধামে অবস্থান কালে আমি ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া হঠযোগীদের ন্যায় কিছু কিছু অভ্যাস করিয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে দেখিলাম যে ঐ যোগ মার্গে কেবল শারীরিক সামান্য ফলের উদয় হয়। সমাধি তাহাতে সহজ নয়। সংক্ষেপতঃ হঠযোগের তত্ত্ব এই।

১। সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্মদ্বারা জীবের শরীর-রূপঘট উৎপন্ন হইয়াছে। ঘটস্থ জীবের কর্ম্মবশে জন্ম মৃত্যু হয়।

২। ঐ ঘট আমকুম্ভ স্বরূপ অর্থাৎ দগ্ধীভূত হইয়া পক্ব হয় নাই। সংসার সমুদ্রে সর্ব্বদা বিপদপ্রবণ আছে। হঠযোগ দ্বারা ঐ ঘট দগ্ধ হইয়া শোধিত হয়।

৩। ঘট শোধন, সপ্তবিধ। ১ শোধন ২ দৃঢ়ীকরণ, ৩ স্থিরীকরণ, ৪ ধৈর্য্য, ৫ লাঘব, ৬ প্রত্যক্ষ, ৭ নির্লিপ্তী করণ।

৪। ষট্‌কর্ম্ম দ্বারা শোধন, আসন দ্বারা দৃঢ়ীকরণ, মুদ্রাদ্বারা স্থিরীকরণ, প্রত্যাহার দ্বারা ধৈর্য্য, প্রাণায়াম দ্বারা লাঘব, ধ্যানেরদ্বারা প্রত্যক্ষ এবং সমাধি দ্বারা নির্লেপ সাধিত হয়।

৫। ধৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকী, ত্রাটক এবং কপালভাতি এই ষট্‌কর্ম্ম দ্বারা ঘট শোধিত হয়।

৬। ধৌতি চারিপ্রকার অর্থাৎ অন্তর্ধৌতি, দণ্ডধৌতি, হৃদ্ধৌতি, এবং মল ধৌতি।

বাতসার, বারিসার, বহ্নিসার, এবং বহিস্কৃতি। এই চারি প্রকার অন্তর্ধৌতি। ৬ ক

২ দন্ত মূল, জিহ্বামূল, কর্ণ রন্ধ্রদ্বয়, ও কপালরন্ধ্র এই পাঁচটী ধৌতির নাম দণ্ড ধৌতি। ৬খ

দণ্ডদ্বারা, বমন দ্বারা, ও বস্ত্রদ্বারা তিনপ্রকার হৃদ্ধৌতি। ৬গ

দণ্ড, অঙ্গুলী ও জলদ্বারা মল শোধন করিবে। ৬ ঘ

৭। বস্তি দুইপ্রকার, ১ জলবস্তি, ২ শুষ্কবস্তি। নাভিলগ্ন জলে বসিয়া আকুঞ্চন প্রসারণ দ্বারা জলবস্তি হয়।

৮। এক বিতস্তি পরিমাণ সূত্র নাক দিয়া প্রবেশ করাইয়া মুখের দ্বারা বাহির করার নাম নেতি।

৯। অমন্দ বেগে মস্তককে উভয় পার্শ্বে ভ্রমণ করাণের নাম লৌলিকী।

১০। নিমীলন ও উন্মীলন ত্যাগ করিয়া অশ্রুপাত পর্য্যন্ত কোন সূক্ষ্ম লক্ষ্য নিরীক্ষণ করার নাম ত্রাটক।

১১। অব্যুৎক্রম, ব্যুৎক্রম এবং শীৎক্রম দ্বারা তিন প্রকার ভাল ভাতি সাধিত হয়।

১২। আসন দ্বাত্রিংশত প্রকার উপদিষ্ট আছে। ঘটশোধিত হইলেই তাহার দৃঢ়ীকরণের জন্য আসনের ব্যবস্থা। ইহাই হঠযোগের দ্বিতীয় প্রক্রিয়া। সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, ভদ্রাসন, মুক্তাসন, বজ্রাসন, স্বস্তিকাসন, সিংহাসন, গোমুখাসন, বীরাসন, ধনুরাসন, মৃতাসন, গুপ্তাসন, মৎস্যাসন, মৎস্যাগ্রাসন, গোরক্ষাসন, পশ্চিমোত্তানাসন, উৎকটাসন, শকটাসন, ময়ূরাসন, কুক্কুটাসন, কূর্ম্মাসন, উত্তান কূর্ম্মাসন, মণ্ডুকাসন, উত্তনামণ্ডুকাসন, বৃক্ষাসন, গরুড়াসন, বৃষাসন, শলভাসন, মকরাসন, উষ্ট্রাসন, ভুজঙ্গাসন এবং যোগাসন। কোন একটী আসন অভ্যাস করিলেই হয়।

১৩। আসন অভ্যাস দ্বারা ঘট দৃঢ় হইলে মুদ্রাসাধন দ্বারা উহা স্থিরীকৃত হয়। অনেকগুলি মুদ্রার মধ্যে পঞ্চবিংশতি মুদ্রা সর্ব্বত্র উপদিষ্ট আছে। যথা মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা, উড্ডীয়ান, জালন্দর, মূলবন্ধ, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, বিপরীত করণী, যোনিমুদ্রা, বজ্রনি, শক্তিচালনী, তড়াগী, মাণ্ডুকী, শাম্ভবী, অধোধারণা, উন্মনী, বৈশ্বানরী, বায়বী, নভোধারণা, অশ্বিনী, পাশিনী, কাকী, মাতঙ্গী ও ভুজঙ্গিনী। একটী একটী মুদ্রার একটী একটী বিশেষ ফল আছে।

১৪। মুদ্রার দ্বারা ঘটস্থিরীকৃত হইলে প্রত্যাহার দ্বারা ঘটের ধৈর্য্য সাধিত হয়। মনকে বিষয় হইতে ক্রমশঃ আকর্ষণ করত স্বস্থ করার নাম প্রত্যাহার।

১৫। প্রত্যাহার দ্বারা মন নিয়মিত হইলে ঘটের ধৈর্য্য সাধিত হয়। তাহা হইলে প্রাণায়াম দ্বারা শরীরকে লাঘব করিতে হয়, প্রাণায়াম করিতে হইলে তাহার দেশ ও কালের নিয়ম আছে। আহার সম্বন্ধে কতকগুলি বিধি আছে। কার্য্যারম্ভ কালে সে সকল বিষয় জানিবেন। প্রথমে নাড়ী শুদ্ধির আবশ্যক। নাড়ী শুদ্ধির পর কুম্ভক করিতে হয়। নাড়ী শুদ্ধি কার্য্যে প্রায় তিন মাস লাগে। কুম্ভক অষ্টপ্রকার অর্থাৎ সহিত, সুর্য্যভেদী, উদ্বায়ী, শীতলী, ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী, মূর্চ্ছা ও কেবলী। রেচক, পূরক, ও কুম্ভক রূপ অঙ্গত্রয়নিয়মিতরূপে সাধিত হইলে শেষে কেবল কুম্ভক হইতে পারে।

১৬। প্রাণায়াম দ্বারা লাঘব হইলে সাধক ধ্যান, পরে ধারণা ও অবশেষে সমাধি করিতে পারেন। ইহার বিশেষ বিবরণ কার্য্যকালে উপদেশ করিব।

এবম্বিধ হঠযোগের সাধনা করিলে মনুষ্য অনেক আশ্চর্য্য কার্য্য করিতে পারে। তাহা ফল দৃষ্টে বিশ্বাস করা যায়। তান্ত্রিকেরা যোগাঙ্গ বিষয়ে বিভিন্ন মতপ্রকাশ করিয়াছেন, যথা নিরুত্তর তন্ত্রে, চতুর্থ পটলে—

> আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
> ধ্যানং সমাধি রেতানি যোগাঙ্গানি বদন্তিষট্॥

আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই

ছয়টী যোগের অঙ্গ। এবম্বিধ দত্তাত্রেয়াদির মত ভিন্ন প্রকার হইলেও হঠযোগ প্রায় সর্ব্বমতে মূলে একপ্রকার। আ। হঠযোগ সাধন করিয়া সন্তোষ লাভ করি নাই, যেহেতু মুদ্রা সাধনে এতপ্রকার শক্তির উদয় হয়, যে সাধক আর অগ্রসর হইতে পারেন না। বিশেষত ধৌতি, নেতি প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্ম এতদূর দুরূহ, যে সদ্গুরু নিকটে না থাকিলে অনেক সময় প্রাণ নাশের আশঙ্কা আছে। আমি কাশী হইতে বদরীনাথ গমন করিলে, একজন রাজযোগী আমাকে কৃপা করিয়া রাজযোগ শিক্ষা দেন। তদবধি আমি হঠযোগকে পরিত্যাগ করিয়াছি।

এই কথা বলিয়া বাবাজী কহিলেন, অদ্য এই পর্য্যন্ত থাকুক, আর এক দিবস রাজযোগের বিষয় উপদেশ করিব। বেলা প্রায় অবসান হইল। একবার পূজ্যপাদ পণ্ডিত বাবাজীর আশ্রমে যাইতে বাসনা হইতেছে।

যে সময়ে যোগী বাবাজী হঠযোগ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার গাম্ভীর্য্য দর্শন করিয়া নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু অনেকটা শ্রদ্ধালু হইয়া তাঁহার কথা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন।

শুনিতে শুনিতে বাবাজীর প্রতি তাঁহাদের একটু বিশ্বাস ও স্বীয় ক্ষুদ্র জ্ঞানের প্রতি একটু তাচ্ছল্য হইয়া উঠিল। উভয়েই বলিলেন, বাবাজী! আপনকার সহিত তত্ত্বালোচনা করিলে বড়ই সুখী হই। অতএব এখানে কয়েক দিবস অবস্থিতি করিব মানস করিয়াছি। আপনকার কথায় আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা হইয়াছে।

বাবাজী কহিলেন, ভগবান্ কৃপা করিলে, অতি শীঘ্র আপনারা শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত হইবেন সন্দেহ কি ?

নরেন বাবু কহিলেন, পৌত্তলিক মত স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু এখন বোধ হইতেছে, বৈষ্ণবেরা নিতান্ত সারহীন নহেন, বরং ব্রাহ্মদিগের অপেক্ষা অধিকতর তত্ত্বজ্ঞান বিশিষ্ট। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তত্ত্বজ্ঞান হইলেও পৌত্তলিক পূজা কেন পরিত্যক্ত না হয় বুঝিতে পারি না। বৈষ্ণবধর্ম্ম অপৌত্তিলক হইলে, ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত ঐক্য হইবে, আমরাও অনায়াসে আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিতে কুণ্ঠিত হইব না।

বাবাজী নিতান্ত গম্ভীর। অল্পবয়স্ক ব্যক্তিগণকে কি রূপে ভক্তি পথ দেখাইতে হয় তাহা জানেন। অতএব সে সময় কহিলেন, আজ ও সকল কথা থাকুক।

মল্লিক মহাশয় বাবাজীর জ্ঞানে ও প্রেমে মুগ্ধ হইয়া নিস্তব্ধ ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি হঠযোগের বৃত্তান্তগুলি মনে মনে স্মরণ করিয়া এই চিন্তা করিতেছিলেন। আহা ! আমরা কি মূর্খ! সামান্য মেসমেরিসম্, কিঞ্চিৎ হঠযোগের বৃত্তান্ত ও ভূত বিদ্যার জন্য মেডেম লোরেন্সের নিকট মান্দ্রাজ গিয়াছিলাম। এতাদৃশ মহানুভব যোগীবরকে এপর্য্যন্ত দর্শন করি নাই। নিত্যানন্দ দাসের কৃপায় আমার শুভদিন ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই।

নরেন বাবু ও আনন্দ বাবু কয়েক দিন বাবাজীর সহিত অনেক তত্ত্ব বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে ...ব ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের অনেকটা শ্রদ্ধা হইল, শুদ্ধ

ভক্তির তত্ত্ব অনেকটা বুঝিতে পারিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মে যে এত ভাল কথা আছে, তাহা তাঁহারা পূর্ব্বে জানিতেন না। থিয়ডোর পার্কার যে শুদ্ধ ভক্তির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নরেন বাবুর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিতর দেখিতে পাইল। আনন্দ বাবু শুদ্ধ ভক্তির বিষয় অনেক ইংরাজী গ্রন্থে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু পুরাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মে তাহার অধিকতর আলোচনা দেখিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কিন্তু উভয়েই এবিষয় বিতর্ক করিতে লাগিলেন, যে যাহারা এতদূর শুদ্ধ ভক্তির তত্ত্বালোচনা করিতে পারে, তাহারা কিরূপে রামকৃষ্ণাদি মানবের পূজা ও পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকে!

একদিন যোগী বাবাজী কহিলেন, চলুন আমরা পণ্ডিত বাবাজীকে দর্শন করি। বেলা অবসান হইলে সকলেই পণ্ডিত বাবাজীর গুহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তৃতীয় প্রভা সমাপ্ত।

---